সময় খাটিবে, ইহাতে তৎসম্বন্ধে বিধি থাকিবে। মজুরদিগের কারখানার খাটুনি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশনের কাজ চারি বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। কমিশনে স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে যে, খাটুনি সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলে গরীব মজুরদিগের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয় এবং ইহাতে দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে বাধা দেওয়া হয়। কমিশনের এই মঙ্গলকর মন্তব্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষগণের সুদৃষ্টি পতিত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

পঞ্জাবের কৃষিবিভাগ—লায়ালপুরে বর্ত্তমান বর্ষে যে একটী কৃষিকলেজ স্থাপিত হইয়াছে, পঞ্জাবের কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কৃষিবিষয়ক যন্ত্রাদি দ্বারা উহা সুসজ্জিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন এবং কৃষিশিক্ষার্থীদিগের জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচন ও নিয়মাদি প্রণয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্বাদির পীড়া, পশু-খাদ্যের অল্পতার কারণ অনুসন্ধান, শস্যবপন প্রভৃতি কার্য্যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পঞ্জাব প্রদেশের কৃষির অবস্থার উন্নতি হইবে এরূপ আশা করা যায়।

লাহোরে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী—গত ৩১শে জুলাই পঞ্জাবের ছোট লাট স্যার লুইডেন বাহাদুর লাহোরের প্রস্তাবিত কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর ক্ষেত্র পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। কমিশনর, ডিপুটী কমিশনর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-সমিতির সদস্যবর্গ সমভিব্যাহারে স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে রাজপুরুষদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, এবং প্রদর্শনীর গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্য প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনী সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি পরিদর্শন করিয়া ছোট লাট বাহাদুর সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ভারতে আহারীয় শস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান জন্য ভারত সচিবের অনুমোদিত একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। শস্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং এই অশুভ নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন জন্য অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা হইয়া আসিতেছে। এতদিনে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত দয়াবীর কাপ্তেন ডাউএস্ (Dawes) মহোদয়ের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। কাপ্তেন ডাউএস্ মহীশূররাজ্যের অফিসিয়েটিং চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং মহীশূর গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কবিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন। গত জুলাই মাসের ৩০এ তারিখে তিনি ছয়জন কর্ম্মচারীর সহিত কর্ম্মস্থান হইতে নৌকাযোগে স্বস্থানে আসিতেছিলেন। আগমনকালে বেগবতী কাবেরী নদীর মধ্যস্থলে নৌকাখানি উল্‌টিয়া যায়। নৌকাস্থ অন্যান্য ব্যক্তি সন্তরণ দ্বারা অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা

করিল। কেবল হীনজাতীয় একটী ভৃত্য নদীতরঙ্গে আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া নিমগ্ন-প্রায় হইল। মহাপ্রাণ কাপ্তেন ডাউএস্ ঐ মুমূর্ষু ভৃত্যের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণের অণুমাত্র মমতা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যকে তুলিবার জন্য সেই ভীষণ তরঙ্গে ঝম্প দিলেন, এবং অতি গুরুতর আয়াসে তাহাকে গভীর নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ নিজে স্খলিতপদ হইয়া গভীর আবর্ত্তে পতিত ও অদৃশ্য হইলেন! তিন দিন পরে, সেই নিমজ্জনস্থান হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে তাঁহার মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদীয় শবসমাধিকালে স্থানীয় সমস্ত লোক গভীর শোকে মর্ম্মাহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ধন্য ইংরাজবীর! তোমাদেরি পুণ্যে আজি ইংরাজজাতির এ প্রভাব! এ দেশের শিবি, দধীচি, জীমূতবাহনাদির ন্যায় এ দয়াবীরের এ মহৎ কার্য্য চিরস্মরণীয় থাকিবে। দয়াময় ইঁহার আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

বামাবোধিনীর সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক জন্মোৎসব।

বামাবোধিনীর হিতৈষিগণসমীপে সভাপতির নিবেদন,—

আজি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইল, যখন এদেশের স্ত্রীজাতি ঘোর অন্ধকারে ছিল, যখন স্ত্রীশিক্ষা একটা মন্দ কর্ম্ম বলিয়াই অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল, তখন সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া, অরুণোদয়ের ন্যায় এই বামাবোধিনীর উদয়। তদবধি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে এ দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এ দেশের নর, নারী অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। স্বদেশের এই মঙ্গলময় যুগপরিবর্ত্তনে বামাবোধিনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! জাতিধর্ম্মাদিনির্ব্বিশেষে বামাবোধিনী সকলেরই সেবায় নিযুক্ত। স্ত্রীশিক্ষার উপাদান, সাধু চরিত্র, সাধু দৃষ্টান্ত, ধর্ম্ম প্রাণতা,—স্বদেশে, বিদেশে, যে কোনও আধারেই থাকুক, বামাবোধিনী তুল্যপ্রেমে তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" —এই অমূল্য বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই বামাবোধিনীর উদয়। বামাবোধিনী, সহস্র ঝটিকায়, সহস্র বিপ্লবে, অক্ষুব্ধ থাকিয়া এই পুণ্যময় বীজমন্ত্রকে—হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবালবৃদ্ধবনিতা, সর্ব্বত্রই মুক্তহস্তে বিকীর্ণ করিয়াছেন। এজন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে আমরা বঙ্গবাসিমাত্রেই বামাবোধিনীর নিকট ঋণী, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। মানবসমাজে যত প্রকার মঙ্গল কার্য্য আছে, তন্মধ্যে

বামাশিক্ষাই যে সর্ব্বোপরি, এ কথা এখন আপনাদের ন্যায় সুশিক্ষিতা মহিলার নিকট বলা নিষ্প্রয়োজন। যেমন বক্ষোহীন জীবদেহের অস্তিত্ব নাই, তেমনি সুশিক্ষিতা-নারী-হীন সমাজদেহের অস্তিত্ব নাই। এজন্য সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ মনু ও ব্যাসাদি মহাপুরুষেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন ;—

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥"

—ভার্য্যাই মানবের অর্দ্ধ শরীর, ভার্য্যাই মানবের শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতর হইতে শ্রেষ্ঠতম সখা। ভার্য্যা মানবের ত্রিবর্গের (ধর্ম্মার্থকামের) নিদান, ভার্য্যাই মানবের ভবসিন্ধুপারের তরণী। এই জন্যই এ দেশে "অর্দ্ধনারীশ্বর"—মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হইয়াছে। "ভার্য্যা মানবের ভবসিন্ধুপারের তরণী"—এ কথা হয় ত অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করিবেন। কিন্তু কথাটী অখণ্ড্য সত্য। যদি নারীহৃদয় না থাকিত, তবে জগতে ভক্তি মুক্তির নিদান ধর্ম্মের কথা বিলুপ্ত হইত। যদি নারীহৃদয় না থাকিত, তবে সমস্ত জীবলোক একটী মহাশ্মশানে পরিণত হইত। নারীহৃদয়-নিঃসৃত অমৃতধারা এই সংসার-বৃক্ষকে জীবিত রাখিয়াছে। শিববক্ষে বিরাজমানা, নিরাবরণা মহাশক্তি, নারী-মহিমার একটী আশ্চর্য্য রূপক! এই রূপকটী স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে,—নারীই বিশ্বসৃষ্টির পালনী শক্তি; এই পাপ-দানব-দলনী মহাশক্তি না থাকিলে নিমেষমধ্যেই সংসার ছারখার হইয়া যায়।

যে মহাপুরুষ এ দেশে স্ত্রীশিক্ষারূপ পুণ্যময় যুগের প্রধান সহায়, যে মহাত্মা এ দেশে এই বামাবোধিনীরূপ পুণ্যালোকের প্রবর্ত্তক, যে সাধুবরের সমস্ত জীবন স্বদেশের মঙ্গলের জন্যই পর্য্যবসিত হইয়াছে, আজি আমরা তাঁহারি আবাসতীর্থে, তাঁহারি প্রাণাধিকা বামাবোধিনীর বার্ষিক জন্মোৎসবে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার প্রাণের রক্ত, সাধনার ধন বামাবোধিনীকে রক্ষা করা এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই এক্ষণে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার কার্য্য। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, কার্য্যক্ষেত্রে এ তিনের সমঞ্জসভাবে বিকাসই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ভক্তি কার্য্যে অভিব্যক্ত না হইলে, উহার অস্তিত্ব অনুপলভ্য এবং সে ভক্তি দ্বারা জগতের কোনও উপকার নাই। ভক্তির অনেক প্রকার লক্ষণ আছে। প্রকৃত প্রেমলক্ষণা ভক্তিই আদর্শ ভক্তি। উহার স্বরূপ এইরূপ ;—যেমন মোদককার অনলে শর্করা গলাইয়া, একটী প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচে ফেলিয়া শর্করাকে সেই প্রতিমূর্ত্তির আকারে পরিণত করে, তেমনি, যে বস্তুটী প্রেমানলে মানবাত্মাকে গলাইয়া, তাহাকে শিবময় ঈশ্বরভাবে পরিণত করে, তাহাকে ভক্তি বলে (১)। আমরা সেই শিবস্বরূপে তন্ময় হইয়া, যে কোনও শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহাই সফল হইবে, সে স্পর্শমণির

(১) "দ্রবীভাবপূর্ব্বিকা মনসো ভগবদাকাররূপা ভক্তিঃ।"

স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—নিষ্ক্রিয়া ভক্তির অভিব্যক্তি নাই, এবং কার্য্যক্ষেত্রে যাহার অভিব্যক্তি নাই তাহার সত্তাই বৃথা। অতএব কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মই সাধনীয়, কর্ম্মই মানবের জীবনসর্ব্বস্ব। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! মাতৃগণ! সন্তানগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন! আপনারা কাহার আহ্বানে কি প্রয়োজনে আজি এ স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। যিনি স্বদেশের জন্ম, বিশেষতঃ স্বদেশের বামাগণের জন্য, সমস্ত জীবন ও জীবনের সমগ্র শক্তি অকাতরে দান করিয়াছেন, স্বদেশের শাশ্বত কল্যাণই যাঁহার ইষ্টমন্ত্র, জপমালা ও ধ্যান-জ্ঞান ছিল, তাঁহার প্রাণের রক্ত, তাঁহার চিরসাধনার সামগ্রী বামাবোধিনীর রক্ষণ ও পোষণ জন্য, তাঁহারি আহ্বানে কি আজি এ স্থানে আপনাদের শুভাগমন নহে?

সেই মহাযোগীর মুক্ত আত্মার আহ্বানে ও আকর্ষণেই কি আপনারা এ স্থানে উপস্থিত হন নাই? তবে আর আমি আপনাদিগকে কি বুঝাইব? কি অনুরোধ করিব? একটীবার পার্থিব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখুন দেখি! ঐ সেই শান্ত, পাবন, অভয় মূর্ত্তি, ঐ সেই নিঃশব্দ কর্ম্মযোগীর জলন্ত দিব্য মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান! ঐ তিনি হাত তুলিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন! একবার সকলে দণ্ডায়মান হইয়া, উর্দ্ধবাহু হইয়া, সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া বল,—

"জয় জগদীশ! জয় উমেশচন্দ্রের জয়!"

আজি হইতে সংবৎসরমধ্যে আপনারা প্রত্যেকেই যদি বামাবোধিনীর রক্ষার জন্য একটী করিয়া গ্রাহক বৃদ্ধি করেন, প্রত্যেকেই যদি এক একটী প্রবন্ধ দেন, তবে পিতৃহীনা, দুঃখিনী বামাবোধিনীর অনশনে প্রাণান্ত ঘটিবে না। যদি আমাদের অনবধানতায় বা উপেক্ষায় বামাবোধিনী বিলুপ্ত হয়, তবে আমাদের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইবে, তবে আর আমরা সে বিশ্ববন্ধু, স্বর্গীয় মহাপুরুষের নামগ্রহণেও অধিকারী নহি। যাঁহারা সেই নররূপিণী দেবতার, সেই স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোকের অশ্রান্ত স্নেহে ও যত্নে আজি সমাজমধ্যে গণনীয়া লেখিকা, আমি (তাঁহাদের নাম না করিয়া) তাঁহাদিগকে নতশিরে কাতরকণ্ঠে জানাইতেছি,—তাঁহাদের উপেক্ষাদোষে বামাবোধিনীর অত্যাহিত ঘটিলে, তাঁহারাই প্রধানতঃ প্রত্যবায়ভাগিনী। অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞতার, বিশেষতঃ সেই বিশ্ববন্ধুর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বামাবোধিনীর কোনও সাম্প্রদায়িক জাতি, ধর্ম্ম নাই। সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের ও সকল বর্ণের যাহা কিছু ভাল, তাহাই বামাবোধিনীর নিজস্ব। উৎকৃষ্ট সত্বগুণের বিভূতি যে আধারেই থাক, বামাবোধিনী তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে। কোনও সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দ্রোহবুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে, তাহা ইহাতে স্থান পাইবে না। বামাবোধিনী ঈশ্বরের সামগ্রী।

এজন্য সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও পূজার বস্তু। ইহার সংরক্ষণ ও পরিপোষণ সকলেরি সর্ব্বান্তঃকরণে একান্ত কর্ত্তব্য।

পরিশেষে সর্ব্বমঙ্গলাধার, করুণাময়, জীবগতি বিশ্বপতির চরণে, সেই পুণ্যশ্লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রকন্যাদি পরিবারবর্গের, উপস্থিত সাধু ভক্ত নরনারীগণের ও সর্ব্বোপরি আমাদের প্রাণপ্রতিমা বামাবোধিনীর সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

হে প্রেমসিন্ধো! জগদেকবন্ধো!
যাচে কিমন্যং তব পাদপদ্মে।
একার্ণবে প্রেমময়ে সমস্তং
বিশ্বং বিভো! মজ্জয় মজ্জয় ত্বম্॥

—প্রেমসিন্ধু! জগবন্ধু! ওহে জগদীশ!
ও পদকমলে আর কি চাব আশীষ?
প্রেমময় একার্ণবে সমস্ত ভুবন—
মগ্ন কর—মগ্ন কর! হে বিশ্বজীবন!

ভূপাঃ প্রজাঃ সর্ব্বজনা জগত্যাম্
অদ্বৈতসদ্ভাবনিবদ্ধচিত্তাঃ।
বিশ্বেশ হে! বিশ্বসুমঙ্গলায়
সদা যতন্তাং তব শাসনেন॥

—রাজা, প্রজা, জগতের লোকসমুদয়—
হ'য়ে সবে একপ্রাণ, একাত্মহৃদয়,
বিশ্বনাথ! এ বিশ্বের মঙ্গলসাধনে
নিযুক্ত হউক সদা তোমার শাসনে।

"ওঁ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে, মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।"
"ওঁ দৃতে জ্যুক্‌মাজ্যোক্ তে সন্দৃশি জীব্যাসং।"
(যজুর্ব্বেদঃ)

—হে ঈশ্বর! এ সংসারে আমার শরীর, ভার্য্যা পুত্রাদি পরিবার, জ্ঞাতিকুটুম্বাদি ও সমস্ত লোকসমাজের প্রতি সনাতন কর্ত্তব্যমার্গে আমাকে দৃঢ় কর! বিশ্ববাসী নিখিল জীবগণ আমাকে মিত্রচক্ষে দর্শন করুক, আমিও যেন সর্ব্বভূতকে মিত্রচক্ষে দর্শন করি।

—হে ঈশ্বর! যেন আমরা তোমার দর্শন লাভ করিয়া, অমৃতময় অক্ষয় জীবন লাভ করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বিলাপ-গাথা।

(ভারতবন্ধু মহাত্মা লর্ডরিপণের স্বর্গারোহণে।)

১

কি দারুণ কথা কহ,
হে তাড়িত-বার্ত্তাবহ!
কেহ কি কাড়িয়া নেছে কাঙ্গালের ধন—
ভারতের প্রিয়, পূজ্য,
দুর্দ্দিনের সুখ-সূর্য্য,
আমরা কি হারায়েছি সে দেব রিপণ?

২

কত শত দেশ ভ্রমি,
মহাসিন্ধু অতিক্রমি,
সে রবি যে সমুদিল ভারতগগনে,
কত যত্নে দুখিনীর,
মুছাইল আঁখিনীর,
জাগিল মুদিতা আশা কনক কিরণে!

৩

বরাভয়প্রদ বেশে,
স্নেহের দেবতা এসে,
দেখাইলা রামরাজ্য—সব ভাই ভাই,
"সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"
সে নহে কথার কথা,
বিজয়ী বিজিত কেবা—কোন ভেদ নাই!

৪

লিটনী বাগুরা নাশি,
মুদ্রাযন্ত্র সুপ্রকাশি
বাঁচাইল—রুদ্ধ শ্বাস ত্যজিল সকলে;
সুলভ সে বস্ত্র নুণ,
কাঙ্গালে বুঝিল গুণ,
আনন্দে ভরিল দেশ জয়গীতি বলে।

৫

"জাতি নহে গুণী যেই,
যোগ্য পদ পাবে সেই"
আহা কি উদার নীতি কিবা মহাপ্রাণ!
হাইকোর্ট উচ্চাসনে,
বসাইল ফুল্লমনে,
"রমেশেরে", দরিদ্রের কি মহাসম্মান!

৬

সেই ইলবার্ট বিলে,
কতই আয়াস নিলে,
কতই গঞ্জিল হায়! স্বজাতীয়গণ,
শত গালি শত শাপ,
আর্ত্তনাদ মনস্তাপ,
মুষলধারায় শিরে হইল বর্ষণ।

৭

আমরি! সে মহাবীর,
সদাই উন্নতশির,
অটল অচল, তুচ্ছ পরের কথায়,
যাহা সত্য যাহা শুভ,
তাতেই অটল ধ্রুব,
হেন রাজপ্রতিনিধি কত পুণ্যে পায়?

৮

কে বোঝে সে হৃদি-মূল্য—
(বিশ্বের সম্রাট্-তুল্য!)
স্বাধীনচিন্তা তার কত প্রিয় ধন!
তাই তো সে সমাদরে,
ভারতবাসীর তরে,
নিয়োজিল শুভময় "স্বায়ত্ত-শাসন।"

৯

সে যে আপনার জন,
স্নেহ-দয়া-সিক্ত মন!—
ভারত তাহারি ছিল আপনার ঘর,
আজীবন তার ব্রত,
ভারত কল্যাণ-রত,
নির্ভীক কেশরী দৃপ্ত সভার ভিতর!

১০

আজি মনে পড়ে সেই—
বর্ষ পঞ্চবিংশ এই,
ভারত তেয়াগি শূর করিল প্রয়াণ;
তারে সে বিদায় দিতে,
ত্রিশ কোটি ভগ্ন চিতে,
কি শেল বাজিল তা'যে হয় না বাখান!

১১

দেখ চাহি নররাজ!
সেই রুদ্ধ অশ্রু আজ
উথলিছে আদরের ভারতে তোমার,
"তুমি নাই" এ কুরবে,
বজ্রাহত আজি সবে,
ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা নয়নে সবার!

১২

আমাদের চিরপূজ্য,
দুর্য্যোগের সুখসূর্য্য,
গিয়াছে অমরধাম আনন্দ-ভবনে,
চির তৃপ্তি লয়ে বুকে,
থাক দেব! শান্তি-সুখে,
আমরা পূজিব নিত্য মানস-আসনে।

* * *

১৩

আমরা তো মর্ত্ত্যবাসী
কভু যাই কভু আসি,
লোকে জানে "কালি ছিল আজ আর নাই";
তুমি এ কি কথা কহ?
হে তাড়িত বার্ত্তাবহ!
মানবে দেবতা যিনি তিনি কেন নাই?

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী।

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"—ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস, মানবাত্মার মূলবন্ধন। যে সমাজে যতকাল এ মূলবন্ধন সুদৃঢ় থাকে, যে সমাজের প্রত্যেক পরিবার সেই প্রেমময়ের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি দৃঢ় রাখিয়া, পরস্পরের শ্রেয়ঃসাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে সমাজ নিয়ত উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়। যে সমাজ ঈশ্বর হইতে যত দূরবর্ত্তী হয়, মোহ বা মৃত্যু সে সমাজের তত নিকটবর্ত্তী হয়। দেখ! সূর্য্য যতই তোমার মস্তকের দিকে আসিবে, ছায়া ততই সঙ্কীর্ণ হইবে। সূর্য্য ঠিক্ তোমার মাথার উপর আসিলে, তোমার কায়-ছায়া এককালে লীন হইয়া যাইবে। আবার, সূর্য্য তোমা হইতে যতই দূরবর্ত্তী হইবে, তোমার ছায়াও ততই প্রসারিত হইবে। যে যত ঈশ্বরোন্মুখ হইবে, সেই সত্য-জ্যোতিঃ যাহার যতই আসন্ন হইবে, তাহার মোহ বা মৃত্যু-ছায়া ততই দূরে পলায়ন করিবে। দেহিমাত্রেই জীবন ও মরণ এ দুয়ের অধীন। তত্ত্বদর্শীরা জীবন ও মরণের স্বরূপ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন;—যাহা প্রকাশাত্মক, সত্ত্বময়, তাহা জীবন বা অমৃত। যাহা তমোময়, তাহা মৃত্যু। সত্যই প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের, এবং অনৃত বা মোহ তমোগুণের স্বরূপ। একমাত্র সত্যের উপর অক্ষয়, অমৃতময় জীবন প্রতিষ্ঠিত। জাজ্বল্যমান মহাসত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে নিরাকৃত

করিয়া, যে সমাজ যাবৎকাল উপধর্ম্মের সেবা করিবে, তাবৎকাল সে সমাজের অধোগতি অনিবার্য্য।

পরমেশ্বর ভৌতিক দেহ ধারণ না করিলেও, তিনি আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপলভ্য। সত্যের বা সতের উপলব্ধি অনিবার্য্য, উহা স্বতঃসিদ্ধ। ভক্ত প্রহ্লাদ সত্যই বলিয়াছেন;—

"নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকং যোঽস্তিত্বেনোপ-
লভ্যতে॥"

—যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একমাত্র জাজ্বল্যমান সত্তা বা অস্তিত্ব দ্বারাই যিনি উপলভ্য, সেই চিদাত্মাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।—বস্তুতই তিনি প্রতি পদার্থে—প্রতি কার্য্যে—নানা ভাবে প্রতিক্ষণ আমাদিগকে দেখা দিতেছেন। দেখ! —"গর্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ"—জীব মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার মাতার স্তন অমৃতধারা ক্ষরণ করে। সেই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা—বরেণ্য—বরদ – শিবময়—জাগ্রত দেবতাকে আমরা উর্দ্ধে—নিম্নে—অগ্রে পশ্চাতে—অন্তরে—বাহিরে সমন্তাৎ জাজ্বল্যমান দেখিতেছি! আমরা তাঁহারি অনন্ত করুণায় ও মঙ্গলে নিমগ্ন।

হায় রে! এ হেন জাগ্রত—জলন্ত—প্রাণারাম প্রেমসিন্ধুর সত্তা যে অনুভব না করে, তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া, দিশাহারা হইয়া না যায়, এবং কণ্টকিতগাত্রে ও ভক্তিবিহ্বলচিত্তে না বলে;—

অহো! নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব!॥

—অহো! আমি তোমার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া আদি-অন্ত-মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমি অবাক্ স্পন্দহীন ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি; হে দেব! কে আমি? কোথা আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না।—তাদৃশ হৃদয়-শূন্য পাষণ্ড মানবসমাজের কলঙ্ক।

কথিত আছে, কোনও সময়ে এক ফকির, "অলখ-অলখ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তুলসীদাসের নিকটে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার "অলখ" কথার অর্থ—অলক্ষ্য, অর্থাৎ ঈশ্বর অলক্ষ্য। সে তুলসীকে কহিল,—"বাবা! অলখ কহো"—অর্থাৎ ঈশ্বরকে তুমি অলক্ষ্য বলিয়া জানিও। তুলসী তাহার কথায় উত্তর না দেওয়ায়, সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। তখন তুলসীর মুখকমল হইতে এই মধুময়ী গাথা বহির্গত হইল;—

"হমলখ হমহিং হমার লখ,
হম হমারকে বীচ।
তুলসী অলখহিং কা লখৈ,
রামনাম জপু নীচ॥"

যাঁহাকে তুই অলক্ষ্য বলিতেছিস্, সে পরমাত্মা যে আমারি আত্মারি ভিতরে,

আমার জীবাত্মার তিনিই মূল, তাঁহার সত্তা আমার আত্মায় সদাই জাজ্বল্যমান। রে পামর! ভক্তিভরে ভগবানের নাম জপ কর, তাহাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবি! মুকুরে প্রতিবিম্বের ন্যায় ভক্ত-হৃদয়েই ভগবানের সত্তা প্রতিভাত হয়।

যাহা ভাল, তাহার উদ্ভাবন, আহরণ, রক্ষণ ও পোষণ, এবং যাহা মন্দ, তাহার পরিবর্জ্জন,,—এই দুইটী কার্য্য সমাজের সর্ব্বকল্যাণের নিদান। ভাল জিনিষ যে স্থানে বা যে আধারেই থাকুক, তাহা গ্রহণ করা উচিত। মন্দ জিনিষ যে স্থানে বা যে আধারেই থাকুক, তাহা পরিহার করা উচিত। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সু-
ভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"
(মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০ শ্লোক।)

—উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরাও নীচজাতীয়ের নিকট শ্রদ্ধাসহকারে শ্রেয়স্করী বিদ্যা শিক্ষা করিবে; উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব, চণ্ডালাদি অধম জাতীয়ের নিকটেও শিক্ষা করিবে। শ্রেষ্ঠগুণালঙ্কৃতা নারী অধমকুলের হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে।—বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিবে, শিশুর নিকটেও হিতবাক্য গ্রহণ করিবে, শত্রুর নিকটেও সুচরিত্র শিক্ষা করিবে, এবং অপবিত্র স্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে।—স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, সদুপদেশ এবং শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানাদি শ্রেয়স্কর বিষয় যে স্থানে যে আধারেই থাকুক, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংগ্রহ ও শিক্ষা করিবে।

যে হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোপ-জীব্য ব্যবস্থাদাতার এরূপ উদার অনুশাসন, তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে হৃদয় আকুল হয়। মনুর এই ব্যবস্থানুসারে চলিলে, আমাদের সমাজের বহুতর বিষয়ে কুসংস্কার এবং বিবাদ-বিসংবাদ ঘুচিয়া যায়, সমাজ অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য জগতের সহিত এই বিষম সংঘর্ষের দিনে, যে জাতি উন্নতির প্রতি-যোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে না পারিবে, সে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহার অস্তিত্বই লোপ পাইবে।

যাঁহারা এদেশে যথোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া, বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য অশেষ আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশে গমন করেন, তাঁহারা আমাদের পরম আদরের বস্তু। যাঁহারা জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সে পথে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা স্বদেশের শত্রু। অনেকে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন ভারতে শত শত আর্য্যবীর নৌসেনা সংগ্রহ করিয়া

দিগ্‌বিজয়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে, তুগ্রনামক নরপতি প্রবল রণতরী লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং দ্বীপবাসী নৃপতিগণকে জয় করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতি বণিক্ বাণিজ্যপ্রসঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশে আসিয়া কেহই সমাজচ্যুত হয়েন নাই। পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদের সভায়, সমুদ্রযাত্রানিপুণ, নানা দেশের শিল্প-বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সভাসদ্‌রূপে নিযুক্ত হইতেন; এবং বিবিধ পণ্যদ্রব্যের শুল্ক ও কুসীদ প্রভৃতি নির্ণয় করিতেন। যথা,—

"সমুদ্রযাত্রাকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং
প্রতি।"

(মনু ৮ অধ্যায়, ১৫৭ শ্লোক।)

ভগবৎকৃপায় এদেশীয়ের ইংলণ্ডাদিগমনে অনেকের পূর্ব্ববৎ আপত্তি দৃষ্ট হয় না। কালস্রোতে ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব, দেশান্তর হইতে আহরণপূর্ব্বক সে অভাবের পূরণ করা স্বদেশোন্নতির প্রশস্ত উপায়। যাঁহারা বিদেশে গিয়া বহু সাধনায় নানা বিজ্ঞানাদি তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, যথোচিত অর্থ ও উৎসাহ দানপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশের অভাব মোচন করিয়া লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। বিলাতপ্রত্যাগত যুবকগণেরও উচিত, তাঁহারা যেন জাতীয় বেশ, ভূষা, ভাষা, আহারব্যবহারাদির উপর অবজ্ঞা প্রকাশ না করেন। যাঁহারা সেরূপ করেন, তাঁহারা স্বদেশের শত্রু; স্বদেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। পুণ্যশ্লোক ৺কেশবচন্দ্র সেন বিলাতে গিয়া এবং তত্রত্য বড় বড় লোকের সহিত সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠতা করিয়াও, দেশীয় আহার পরিচ্ছদে অবিচলিত ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, খাঁটি দেশীয় আহার, ব্যবহার ও বেশ, ভাষা প্রভৃতিতে অটল থাকিয়া, স্বদেশের জন্য যাহা করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা কোনও ভারতবাসী দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।

অনেকে বলেন, বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতি একালের শিক্ষিতগণের দৃষ্টান্তপ্রভাবে এদেশের নর-নারী-মধ্যে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আর সে স্বল্প মূল্যের মোটা ভাত-কাপড়ে লোকের সন্তোষ হয় না। আহার্য্য সামগ্রীর চাকচিক্য, বৈচিত্র্য ও সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে, এই দরিদ্র দেশে স্বল্প আয়ে অনেকের সংসার অচল হইয়াছে। বিলাসিতা,—শ্রমশীলতা ও স্বাস্থ্যের এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও ধর্ম্মার্জ্জনী বৃত্তির বিশেষ হানিকর। সকল বিষয়ে বিদেশীয় অনুকরণ কল্যাণপ্রদ নহে। দেশের জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু প্রভৃতির বিভিন্নতা হেতু সর্ব্বত্র একই

প্রকার জীবনপ্রণালী কদাচ সম্ভাবিত নহে। শীতপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের জীবনপ্রণালী গ্রহণ করিলে কখনই সুস্থ ও চিরজীবী হইবে না। সেই-রূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক শীতপ্রধান দেশের জীবনপ্রণালী গ্রহণ করিলে কখনই সুস্থ থাকিবে না। দুঃখের বিষয় এদেশে অনেকে গ্রীষ্মকালেও স্নিগ্ধকর, উপাদেয় নারিকেলের জল ও মিছরির সরবৎ ছাড়িয়া, উৎকট ও উত্তেজক সোডা-লেম-নেড, চা, কাফি প্রভৃতি বিলাতি পানীয় সাদরে পান করিয়া থাকেন। দারুণ গ্রীষ্মেও গরম কাপড়ের পোষাক ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা এ দেশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সর্ষপতৈল-মর্দ্দন ছাড়িয়াছেন। স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর, সুস্বাদু মুড়ি ও ঝুনা নারিকেল ছাড়িয়া, কেক্-বিষকুট প্রভৃতি ধরিয়াছেন। এরূপ অসংখ্য বিষয়ে আমরা স্বল্পমূল্যের দেশীয়, সুলভ, স্বাস্থ্যকর, উপাদেয় দ্রব্যগুলিকে ক্রমশঃ বিজাতীয় অনুরাগ ও অনুকরণের পদে বলি দিতেছি। অনেকে বলেন, দুর্ব্বলের অনুচিকীর্ষা বলবতী। হিতাহিত-বিবেচনা না করিয়া অনুকরণ করা, দুর্ব্বলচিত্তের লক্ষণ, সন্দেহ নাই। অবৈধ অনুকরণের জন্য আমাদের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা এ ক্ষুদ্র-প্রবন্ধে যথাযথ বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। এক কথায়,—যে দেশের পক্ষে যাহা উপযোগী, যে দেশের ধাতুতে যাহা উপ-কারী, সে দেশের লোকের তাহাই সেবনীয়।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের নাম।

হে পাপিতারণ! দয়াময়! দীনবন্ধো!
ত্বন্নাম বেদ্মি ন সুধাং কিয়তীং প্রসূতে।
এবং কুরুষ জগদীশ! দয়ার্ণব! ত্বং
ত্বন্নাম যৎক্ষণমহং নহি বিস্মরামি॥
—জানিনা হে জগদীশ! আত্মার ভিতরে—
তোমার দয়াল-নাম কত সুধা ক্ষরে!
দয়াময়! দীনবন্ধু! পাতকিতারণ!
ও নাম হৃদয়ে যেন জাগে অনুক্ষণ।

তোমার নাম-মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া তোমাতেই যে ডুবিয়াছে, সে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ সকলি হারাইয়াছে। তুমিও তুমি, তোমার নামও তুমি। তোমায় ও তোমার নামে, ভেদ নাই। যেমন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অনলে হস্ত দিলেই হস্ত দগ্ধ হয়, তেমনি তোমার নাম করিলেই জীবের পাপ-তাপ দগ্ধ হয়। তোমার নাম অনিচ্ছায় মুখে আনিতে আনিতে, কোথা হইতে ভক্তি আসিয়া পড়ে, অমনি মরা গাঙে জোয়ার আসে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। তাই বলি, হে জীব! তুমি সর্ব্বত্যাগী হইও, নাম-ত্যাগী হইও না। ঈশ্বরের নামমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই, নারদ, শুক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, হরিদাস, জগাই, মাধাই, খৃষ্ট, মহম্মদ, রামমোহন,

রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্র, কেশব, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর, উমেশ প্রভৃতি সাধুরা নিরবধি নামামৃতপানে বিহ্বল হইয়া, সেই অমৃত বিশ্ববাসীকে বিতরণ করিয়াছেন।

কথিত আছে, প্রথমে সকলি সীমাশূন্য মহাশূন্য ছিল, সকলি অন্ধকার। ব্রহ্মের ইচ্ছা হইল, বিশ্বরূপে নিজ বিভূতি প্রকাশিত করেন। অমনি, তাঁহা হইতে জ্যোতির্ময় 'ওঁ' ওঙ্কার বাহির হইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত করিল। ব্রহ্মদর্শী মহাযোগী প্রথমে এই মহাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভুবনে প্রচার করিলেন। অতএব দেখিতেছি,—ব্রহ্মাণ্ডমূলে ওঙ্কার-রূপে তোমারি নাম, ওঙ্কাররূপে তুমিই বিশ্বময়।

"ওঁ ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপ-ব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যৎ ইতি সর্ব্ব-মোঙ্কার এব।"—ওঁ—এই অক্ষর পরম-ব্রহ্মের স্বরূপ, নিখিল বিশ্বের আধার। একমাত্র ওঙ্কারের উপাসনাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। সমাধিনিষ্ঠ হইয়া, ওঁ উচ্চারণ করিলে, আত্মাকে ব্রহ্মে যুক্ত করা যায়, এবং সাধক জীবন্মুক্ত হয়। আহা! নাম-ব্রহ্মের একটী অক্ষরের এত শক্তি!

ঈশ্বর নাম-রূপ-শূন্য হইলেও, ভক্ত তাঁহাকে যে নামেই ডাকুক, তাহাই তাঁহার নাম; ভক্ত তাঁহাকে যেরূপেই ভাবুক তাহাই তাঁহার রূপ। যেমন একই সূর্য্য জগতের নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত হয়, তেমনি একই ঈশ্বর নানা নামে কীর্ত্তিত হন। দিগম্বরেরা তাঁহাকে 'নিরাবরণ,' বৈষ্ণবেরা 'বিষ্ণু,' রামানুজেরা 'বাসুদেব,' পূর্ণপ্রজ্ঞেরা 'পুরুষোত্তম,' সাংখ্যেরা 'প্রকৃতিপুরুষ,' সৌগতেরা 'সর্ব্বজ্ঞ,' মীমাংসকেরা 'উপাস্য,' যাজ্ঞিকেরা 'যজ্ঞপুরুষ,' পৌরাণিকেরা 'ব্রহ্মা,' শৈবেরা 'শিব,' শিল্পিগণ 'বিশ্বকর্ম্মা' বলে। এইরূপ নানা দেশে নানা জাতি, কেহ 'আল্লা,' কেহ 'God,' কেহ 'জিহোভা,' কেহ জোভ, কেহ 'রাম,' কেহ 'কৃষ্ণ,' কেহ 'ব্রহ্ম,' কেহ 'কালী,' কেহ 'তারা,' কেহ দুর্গা,' কেহ 'হরি,' ইত্যাদি নানা নামে নানা রূপে ও নানা প্রকারে সেই একই ঈশ্বরের পূজা করে। ভারতীয় আর্য্যেরা যাঁহাকে 'ওঁ ব্রহ্ম' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, মুসল-মানেরা তাঁহাকেই 'আল্লা হো আকবর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আবার খৃষ্টানেরা Hallowed be Thy name" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহারি নামমহিমা উদ্ঘোষণ করিয়াছেন।

যে যত মা বাপের আদুরে ছেলে হয়, তাহার নামের সংখ্যাও তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আদুরে ছেলেকে মা-বাপেরা যতই আদরের, যতই সোহাগের নাম দিয়া ডাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটে না। এজন্য আদুরে ছেলের নাম নিত্য নিত্য নূতন নূতন। ভগবান্ অনন্ত ভক্তমণ্ডলীর "আদুরে গোপাল," তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, ভগবান্ সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। যে ভক্ত যে নামে তাঁহাকে আহ্বান

করে, ভগবান্ সেই নামে তাহার নিকট উপস্থিত হন। এই জন্যই যিনি—"সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" সেই অনন্তদেবের সহস্র সহস্র নাম। সহস্র প্রকার ভক্তের একই ভগবদ্ভক্তির সহস্র প্রকার রূপভেদে একই ঈশ্বরের সহস্র প্রকার রূপ ও সহস্র প্রকার নাম। সেই 'অরূপ' ও 'অনাম' পরম ব্রহ্মের সহস্র প্রকার রূপ ও নাম,—একই ভক্তিসাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র।

যেমন গঙ্গার প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াও, সেই মহাসাগরে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রভেদে বিভিন্নপ্রকার হইলেও, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" অনন্তদেবেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব যে ভক্ত যেরূপেই তাঁহাকে ধ্যান করুক, যে নামেই তাঁহাকে আহ্বান করুক, ভক্তবৎসল তাহাতেই তাহাকে সিদ্ধিদান করেন। কালীই বল, আর দুর্গাই বল, রামই বল, আর ব্রহ্মই বল, হরিই বল, আর শঙ্করই বল, যে নামেই ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তের ডাক হইলে, অবশ্যই তাহা সেই ভক্তবৎসলের নিকট পঁহুছিবে, সেই ভক্তের ভগবান্ অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরি ভগবান্, তাঁহার অধিষ্ঠান ভক্তের হৃদয়-পীঠে। ভক্তের হৃদয়পীঠই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম। এই জন্যই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন ;—

"নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকং যোঽস্তিত্বেনোপ-
লভ্যতে॥"

—যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং," যাঁহার কোনও নাম বা রূপ নাই, যে স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় পুরুষের দেদীপ্যমান সত্তা ভক্তগণ আত্মমধ্যে স্বতই অনুভব করিয়া আত্মানন্দে বিহ্বল হন,—তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার—নমস্কার।

এ জগতে কে বড় ? অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে যে হৃদয় ধারণ করিতে পারে, সে হৃদয় কত বড় ? আবার সে হৃদয় যাহার, সে কত বড় ? ভাবিয়া দেখ! কথিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ রাজর্ষি জনকের নিকট উপস্থিত হইলে, জনক ঋষিবরকে ভগবানের অপেক্ষাও উচ্চ সম্মান দিলেন। ইহাতে নারদ অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে রাজর্ষে! আপনি মহাজ্ঞানী হইয়া, এ ক্ষুদ্রাধমকে এত বাড়াইতেছেন কেন ? যিনি "মহতো-মহীয়ান্," আমি যাঁহার সৃষ্ট একটী অণু-কণারও তুল্য নহি, আপনি তাঁহা হইতেও এ ক্ষুদ্রাধমকে এত বাড়াইলেন কেন ? ইহাতে আমি ব্যথিত হইয়াছি। জনক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—ঠাকুর! আপনা অপেক্ষা বড় কে আছে, দেখুন!—

ক্ষৌণীয়ং মহতীতি লোকবিদিতা
সাম্ভোধিনা বেষ্টিতা
পীতোঽসৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা
খে সোঽস্তি খদ্যোতবৎ।
ব্যাপ্তঃ বামনরূপধারিহরিণা
পাদৈকমাত্রেণ যৎ

সোঽহং তে হৃদয়ে করোতি বসতিং
হন্তো মহান্ নাপরঃ॥
—সুবিশাল এ ধরণী সর্ব্বলোকে কয়,
সিন্ধুর বেষ্টনে সেও বদ্ধ হ'য়ে রয়;
অগস্ত্য সে সিন্ধুকেও করেছিল পান,
সে অগস্ত্য শোভে নভে খদ্যোত সমান;(১)
একই চরণে সেই অসীম গগন
ঘেরিলা বামনরূপী বিভু নারায়ণ; (২)
সে হেন বিরাট্ হরি তব হৃদে রয়,
তোমা হ'তে ত্রিভুবনে বড় কেহ নয়।

এ কথা পৌরাণিক গল্প হইলেও ইহাতে অপূর্ব্ব ভক্তি-মহিমা সূচিত।

নানা প্রকার মানব ঈশ্বরকে নানাভাবে উপাসনা করে। সকল উপাসনা জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গের অন্তর্গত। সাধারণ মানবের পক্ষে ভক্তিমার্গই সুগম। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের নিকট জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হওয়া সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভক্তিমার্গ যেমন সুগম তেমনি প্রাণারাম। অরুবাণ ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতৃতত্ত্ব না বুঝিয়াও, মার জন্য লালায়িত হয়, তাহাকে সহস্র খেলনা, সহস্র প্রলোভন দেখাইলেও, সে কিছুই চায় না, কারও কাছে যায় না, কেবল দুই বাহু বাড়াইয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি ভক্ত, ভক্তিতে অন্ধ ও বধির হইয়া সরল শিশুর ন্যায়, কোনও পদার্থ না দেখিয়া, কোনও কথা না শুনিয়া, সেই বিশ্বজননীর চরণ আশ্রয় করে। সে নির্ব্বাজে ব্রহ্মানন্দ-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া, সে রসে বিভোর হইয়া পড়ে। তখন সংসারের "শোকস্থান-সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ" সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়, কোটি কোটি বিঘ্ন-বিপত্তি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সে তখন চিদানন্দেই নিমগ্ন‌মান, আর কোনও দিকেই তাহার উদ্বোধ নাই। তখন সমকালে তাহার এক বাহুতে কুঠার হানিলে ও অন্য বাহুতে চন্দন মাখাইলে, সে সমভাবে উভয়েরি কল্যাণ কামনা করে। কেননা তোমরা যাহাকে সাংঘাতিক আঘাত মনে কর, তখন তাহার পক্ষে তাহা পুষ্পবৃষ্টি। সে তখন আনন্দময়, অমৃতময়, সে তখন বিশ্বমাতার অভয় ক্রোড়ে প্রসুপ্ত; কার সাধ্য তাহার অঙ্গস্পর্শ করে? কার সাধ্য তাহার সে যোগনিদ্রা ভঙ্গ করে? প্রহ্লাদের উপর দুরন্ত দানবপতি সকল প্রকার বধযন্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সে শিশুর দেহের একটী লোমেরও হিংসা করিতে পারে নাই। তাই বলি,—সেই চিন্তামণিধন—সেই অমূল্যনিধিকে যদি আত্মসাৎ করিতে চাও, যদি ত্রিতাপ-শান্তি কামনা কর, যদি আপনাকে সচ্চিদানন্দে পরিণত করিতে চাও, তবে ক্ষুধার্ত্ত,

(১) সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত, লোকসংহারক অসুরগণকে বহিষ্কৃত ও বিনাশিত করিবার জন্য, অগস্ত্যমুনি দেবতাগণের প্রার্থনায় এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করেন।

(২) মদোদ্ধত দৈত্যরাজ বলিকে দমন করিবার জন্য বামনরূপী বিষ্ণু তিন পদে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ঘেরিয়া লইয়াছিলেন।

রোগার্ত্ত, অন্ধ শিশুর ন্যায় আর্ত্তস্বরে সেই শান্তিসিন্ধু দয়াময়কে 'মা মা' বলিয়া ডাক। এই সরলা ভক্তিই সেই আনন্দধামের সরল পথ। এ পথে অনশনে আত্মশোষণ করিতে হয় না, বহুতীর্থপরিভ্রমণাদি আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, দুরধিগম দর্শন-বিজ্ঞানাদির অনুশীলন চাই না, দেহে আসুরিক শক্তি বা ধনবল চাই না। কেবল এইটুকু বুঝিলেই হইল,—আমি আমার মার কোলেই আছি, এ অভয়া মার কাছে কারে ভয়? কিসের ভয়? আমার দুঃখ কোথায়? সকলি আনন্দময়! সকলি অমৃতময়!

"ওঁ আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি"
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

হায় রে! অতি দুর্ব্বল আমি, মহাপাপী আমি, তাই এ দেদীপ্যমান মহাসত্তাকে বুঝিয়াও বুঝি না, ভয়হরা মার কোলে বসিয়াও আপনাকে অনাথ, অশরণ বলিয়া রোদন করি। সহস্র সহস্র কাল্পনিক দুঃখশল্যে আপনাকে জর্জ্জরিত জ্ঞান করি। দয়াময়ি মা! ক্ষমাময়ি মা! শান্তিময়ি মা! এ সন্তানকে দয়া কর! ক্ষমা কর! শান্তি দাও! আমার মোহাবরণ অপসারিত কর! যেন আমি এ সংসারে সকলের নিকট অঋণী হইয়া, সকলকেই শান্তিসুধায় নিমগ্ন দেখিয়া, তোমার নামামৃত পান করিতে করিতে তোমার অভয় পদে বিলীন হই।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব!

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ইংলণ্ড-প্রত্যাগত কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(টাউনহলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনন্দনসভায় পঠিত সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ।)

ওঁ তৎ সৎ

॥ * ॥ ওঁ শ্রীজয়োঽভ্যুদয়োঽস্তু ॥ * ॥

স্বস্তি শ্রীসর্ব্বোত্তমোপমাযোগ্য-স্বদেশমঙ্গলময়জীবিত-পুণ্যশ্লোক-শ্রীল-শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহানুভাব-করকমলেষু—

জীয়াশ্চিরং বিমলকীর্ত্তিসুধাংশুশালিন্!
হে ভারতামৃতসমুদ্রসমুত্থিতেন্দো!
ত্বাং প্রাপ্য পুত্ররররত্নমনর্ঘমেকং
ধন্যাস্ত ভারতধরা ধরণীতলেঽস্মিন্॥ ১॥

স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—হে ভারত-সুধাসিন্ধু-সমুত্থিত চন্দ্রমা! তোমার বিমল কীর্ত্তিরূপ সুধাংশুজালে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত। হে সুরেন্দ্রনাথ! ভারতভূমি তোমা হেন অমূল্য ও অতুল্য পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আজি ভুবনমণ্ডলে ধন্যা! তুমি চিরজীবী হও!।১।

ত্বং হেলয়া জননভূমিপদে মহাত্মন্!
দেহাত্মজীবনমনাংসি বলিং প্রদায়।
হর্ত্তুং স্বদেশগুরুদুর্গতিদুঃখভারং
নক্তন্দিবং প্রযতসে সুদৃঢ়ধর্ম্মদৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

—হে মহাত্মন্! তুমি অবলীলাক্রমে নিজ দেহ, আত্মা, মন, প্রাণ, সকলি নিজ জন্মভূমির পদে বলি দিয়াছ এবং ধর্ম্মে দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া, স্বদেশের গুরুতর দুঃখভার হরণ করিতে অহোরাত্র অশ্রান্ত সাধনা করিতেছ! ।২।

ইংলণ্ডরাজপুরুষান্ স্বয়মেব গত্বা
বিজ্ঞাপ্য দুঃখমখিলং নিজজন্মভূমেঃ।
রাজ্ঞা স্বয়ং চ নৃপমন্ত্রিসদস্যবৃন্দৈঃ
সম্পূজিতো বিজয়সেঽতুলশীলশক্ত্যা ॥ ৩ ॥

—তুমি ইংলণ্ডে যাইয়া, রাজা ও রাজপুরুষগণের নিকট নিজ জন্মভূমির সমস্ত দুঃখের কথা জানাইয়াছ। স্বয়ং রাজা, রাজমন্ত্রী ও রাজসভার সদস্যগণ সকলেই তোমার অতুল সম্মান করিয়াছেন। অহো! তোমার অপ্রতিম চরিত্রপ্রভাবের জয়!।৩।

বৃদ্ধে বয়স্যগণিতাত্মশরীরতাপো
ধন্যস্ত্বদন্য ইহ দেশহিতব্রতো কঃ।
আবালবৃদ্ধবনিতাখিললোকবৃন্দৈঃ
পুণ্যং ত্বদীয়চরিতং পরিগীয়তেঽদ্য ॥ ৪ ॥

—স্বদেশমঙ্গলের জন্য এ বৃদ্ধ বয়সেও নিজ শারীরিক কষ্টে তোমার বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত নাই। অহো! ধন্য তুমি! তোমার ন্যায় দেশহিতব্রতী কে আছে? আজ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নিখিল লোকবৃন্দ তোমার পুণ্য চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছে।৪।

ধন্যা বয়ং ত্বদভিনন্দনপুণ্যহেতোঃ
ধন্যং সভাগৃহমিদং তব সঙ্গমেন।
ত্বজ্জীবনং ভবতু দীর্ঘমনাময়ং চ
লোকোত্তরৈর্জগতি ধন্যমগণ্যপুণ্যৈঃ ॥ ৫ ॥

—আমরা সকলে আজি তোমার অভিনন্দনরূপ পুণ্য কার্য্যের জন্য ধন্য হইলাম। এ সভাগৃহও তোমার আগমনে ধন্য হইল। লোকোত্তর অগণ্য পুণ্যপরম্পরায় তোমারি জীবন শ্লাঘ্য! তুমি নিরাময় ও চিরজীবী হও।৫।

হে প্রেমসিন্ধো! জগদেকবন্ধো!
নিবেদ্যমেতৎ তব পাদমূলে।
সুরেন্দ্রনাথং তব পুত্ররত্নং
চিরং বিভো! লোকহিতায় রক্ষ ॥ ৬ ॥

—হে প্রেমসিন্ধু! জগতের একমাত্র বন্ধু! হে বিভো! জগদীশ! তোমার পদতলে এই প্রার্থনা করি,—তুমি কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য তোমার পুত্ররত্ন সুরেন্দ্রনাথকে রক্ষা কর!।৬।

অদ্বৈতসদ্ভাবনিবদ্ধচিত্তা
ভূপাঃ প্রজাঃ সর্ব্বজনা জগত্যাম্।
বিশ্বেশ হে! বিশ্বসুমঙ্গলায়
সদা যতন্তাং কৃপয়া তবৈব ॥ ৭ ॥

—হে বিশ্বনাথ! এ জগতে রাজা, প্রজা, সমস্ত লোক, অদ্বৈত-সদ্ভাব-বন্ধনে সুদৃঢ়বদ্ধ হইয়া, বিশ্বজনীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্তর ব্যাপৃত হউক। এ।

ওঁ জয় জগদীশ হরে!

* ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ *

কাশী।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ শত মাইল উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বারাণসী মহাতীর্থ বিরাজিত। ইহা হিন্দুগণের অতি পবিত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান ও জ্ঞানগরিমার জন্য জ্ঞানিসমাজে চিরদিন আদরণীয়। ইহা সংস্কৃত ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদ, বেদান্ত-দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা-ক্ষেত্র। এতদ্ব্যতীত মর্ত্ত্যধামে ইহা জীবের মোক্ষ-লাভের চরম স্থল। হিন্দুনরনারীগণ সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট হইয়া, বারাণসীধামে শান্তি লাভ করিতে আসেন। এজন্য পতিপুত্র-হীনা বিধবা রমণীর সংখ্যাই অধিক। শোকক্ষিপ্তা, যন্ত্রণাপীড়িতা অবলা অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া, সাধু কার্য্যে নিয়োজিতা হইয়া, শান্তি লাভ করেন।

এই প্রকারে কাশীবাস করিতে আসিয়া অনেকেই আবার ক্রমে ক্রমে বাড়ী ঘর করিয়া চির বসতি করিয়া থাকেন। কাশী বাঙ্গলা দেশের নিকটবর্ত্তী স্থান। জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল।

আহার্য্য সামগ্রী সস্তা ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালির পক্ষে অনেক সুবিধা বোধ হয় অথচ তীর্থবাসও হয়। স্কুল কলেজও যে প্রকার প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে বালক-বালিকাগণের শিক্ষার পথও সুগম। একাধারে বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্য আশ্রমের উপযোগী নির্ম্মল-জাহ্নবীসলিল-বিধৌত-তটবর্ত্তী স্থান। এজন্য ভারতে ইহার গৌরব ও মাহাত্ম্য সমধিক।

এই কাশীক্ষেত্রকে "বিধবাক্ষেত্র" বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং ইহা তাঁহাদের পক্ষে অধ্যাত্মবিদ্যালয় স্বরূপ। তাঁহাদিগের দৈনিক জীবন ও কার্য্যাবলির নিয়ম আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কেমন সুন্দর ভাবে অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে একরূপ নিয়মপাশে আবদ্ধ হইয়া সংযম দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন।

বাঙ্গালীটোলা ও তন্নিকটবর্ত্তী, স্থানীয় প্রত্যেক বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে ত্রিতল, চৌতল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচারিণী বিধবামূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। পথে, ঘাটে, দেবালয়ে সেই শ্বেতাম্বরা, অভূষণা, মুণ্ডিত-কেশা, উপবাসক্লিষ্টা, ব্রতপরায়ণা গৃহস্থ-যোগিনীর মেলা।

প্রকৃতি নিজে শিক্ষয়িত্রী হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান শিক্ষা দিতেছেন।

ইঁহাদের জীবনের মুখ্য কার্য্য পূজা, আহ্নিক, গঙ্গাস্নান, দেবতাদর্শন। প্রাতঃ-কাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত হইলে, হবিষ্যান্নভোজনান্তে

হরিকথা শ্রবণ ও আবার সন্ধ্যাসমাগমে স্নানান্তে সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপে নিযুক্তা।

ইহাঁদের অভিভাবকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত যৎসামান্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

ইহারই মধ্যে আবার দানধর্ম্মের ব্যয় ও পর্ব্বাহ উৎসব রক্ষা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য করিয়া থাকেন।

এখানে হিন্দুমহিলাগণের অবরোধের সুদৃঢ় অর্গল বিলক্ষণ শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলাগণ অবাধে একাকিনী পদব্রজে গঙ্গাস্নান ও দেবমন্দিরে অসংখ্য যাত্রীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করেন। বিশেষতঃ স্নানের ঘাটগুলিতে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহারা নিতান্ত নিঃসঙ্কোচভাবে স্নান করিতে কুণ্ঠিত নহেন, গঙ্গাবক্ষোপরি কাষ্ঠাসনে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্টা হইয়া পুষ্পপাত্র নৈবেদ্যশোভিত মৃণ্ময় শিব স্থাপনান্তে স্বগৃহ ও পরগৃহের দৈনিক সুখ-দুঃখের আলোচনানিরতা হইয়া তথাকার শোভাবর্দ্ধন করেন। সকল স্নানের ঘাট অপেক্ষা দশাশ্বমেধ ঘাটটিতেই বহু বাঙ্গালী ভদ্রনরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

কিন্তু এই স্ত্রীপুরুষের সমাবেশস্থলে কেবল স্নানের স্থানটুকু ভিন্নকৃত মাত্র। বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদির জন্য আবরণযুক্ত স্থানের নিতান্ত অভাব। অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, সে দিকে ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ কেহই দৃক্‌পাত করেন না। এতদ্রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য ঘরের রমণীগণ আসিয়া স্নান করেন, কিন্তু কেহই সেজন্য অসুবিধা জ্ঞান করিয়া উপায় অবধারণে সমর্থ হয়েন না।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালি জাতির চিরদুর্নাম প্রসিদ্ধ হইলেও আজকালকার উন্নতিশীল দিনে ইহার প্রতীকারের জন্য অনেকেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীগণের নিজ নিজ অভাব মোচনের চেষ্টা নিজেদের করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

স্নানাদি সম্বন্ধে বর্ষীয়সী রমণীগণের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। বারাণসীতে যেমন তেত্রিশ কোটি দেবতার একত্র মিলন; তদনুরূপ প্রতিদিনেই প্রত্যেক তিথিতে কোনও না কোন পর্ব্বাহের বিধান আছে। কাশীবাসিনী বিধবারা উল্লিখিত পর্ব্বানুষ্ঠানের জন্য দেবমন্দিরে যাত্রা ও উপবাস দ্বারা ব্রত পালন করিতে বাধ্য। ধর্ম্মের অনন্ত অনুরাগ এখানেই দেখা যায়। নিদাঘের তাপ, বরষার ধারা, শীতের প্রকোপ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এবং উক্ত পুণ্যানুষ্ঠান সকল সমাপন করিয়া পরলোকযাত্রার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন। মৃত্যু কামনা করিতে করিতে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া পড়ে; অর্থাৎ পবিত্রভাবে সংযত-চিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীর নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পুণ্যকারিণীগণের দ্বারা ও যাত্রী দ্বারা অনেকগুলি সন্ন্যাসী, সধবা কুমারী প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এখানকার "সধবা" ও "কুমারী" বালিকা

নামী স্ত্রীলোকেরা অন্নপূর্ণার ন্যায় পূজিতা হন। যোগ্যতা অনুসারে এই সধবা কুমারীগণের যথেষ্ট অলঙ্কার পাওনা হয়। ইহা ব্যতীত কাশীধামে অনেকগুলি অন্নসত্র আছে, তদ্দ্বারা দীন, দুঃখী, অনাথগণের ভরণপোষণ করিবার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সদনুষ্ঠান দ্বারা উপকার ও অপকার উভয়ই সম্পাদিত হইতেছে। অনাথ, বৃদ্ধ, অসহায়, অকর্ম্মণ্য লোকের স্থলে হৃষ্টপুষ্ট সক্ষম ব্রাহ্মণদল বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় উদরপূর্ত্তি করিয়া অলসতার প্রশ্রয় ও দারিদ্র্যের পথ বিস্তার করিতেছে। স্থলবিশেষে অপাত্রে দানের ফল ফলিতেছে।

তীর্থমাত্রেই পাণ্ডা ও ভিক্ষুকদলের বিষম উৎপাত দৃষ্ট হয়। এই ভিক্ষা ব্যবসায়ীদিগের জন্য দেবমন্দিরের শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। বারাণসীও এই অত্যাচার হইতে মুক্ত নহে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা সীমন্তিনীগণ শত উপদ্রব সহ্য করিয়াও বিশ্বনাথ দর্শন ও পূজনে নিষ্ঠাবতী থাকেন। ভারতের এই দুর্য্যোগের মধ্যে রমণীগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া সংসারের সকল অমঙ্গল অশান্তি বিদূরিত করিতে সক্ষম হইলেই প্রভূত কল্যাণ সাধনের আশা করা যায়। মানবজীবনের উন্নতি কেবল ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হৃদয় যেরূপ হউক না কেন, সর্ব্বত্রই দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সুপবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে শোকাতুরা বিধবা রমণীগণের ব্রহ্মচর্য্যাসাধনার সুন্দর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথাপি দেশের সর্ব্বত্রই এক্ষণে মার্জ্জিত রুচির আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহারা যেমন এই মহাতীর্থে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তদ্রূপ সাবধান হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে ও ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসিগণের প্রতারণা হইতে এড়াইতে পারেন, এরূপ শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। একে ত প্রাচীন কালের ন্যায় অধুনা স্ত্রীগণ সর্ব্বত্র সমভাবে সম্মানিত নহেন, তদুপরি আত্মমর্য্যাদা ও গৌরবের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে আরও অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত দেশের সমাজের নেতা ও অগ্রণীগণের সংস্কারকরূপে সর্ব্বত্র পরিদর্শন প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে নারীশক্তির প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিয়া উত্তরোত্তর সমাজের ও দেশের উপর মঙ্গল বর্ষণ করিবে।

জনৈক প্রবাসিনী।

তাপস-তনয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চলিলাম পিতৃসনে অন্বেষণ তরে,
কে কান্দিছে কেন কান্দে এত শোকভরে।
দেখিনু রমণী এক অশীতিবর্ষীয়া,
কান্দিছে করুণস্বরে লহর তুলিয়া।

একমাত্র পুত্র তার রূপে শশধর,
অনুপম বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণের সাগর,
বৃদ্ধ বয়সের ভেলা সংসার দুস্তরে,
লভেছিল বুড়ী যাকে পূজি বিশ্বেশ্বরে,
ডুবেছে গঙ্গার জলে সেই পুত্র ধন,
উচ্চরবে বুড়ী তাই করিছে ক্রন্দন।
প্রাণ ত্যজিবারে এবে এসেছে হেথায়,
গঙ্গাগর্ভে গিয়ে বুড়ী নাবিয়াছে তায়।
সান্ত্বনা করিয়া পিতা শোকার্ত্তা বুড়ীকে,
কহিলেন নীতিকথা বুঝাতে তাহাকে।
"পেয়েছ মানবদেহ, দেহ নয় তব,
পঞ্চভূতে নির্ম্মিয়া গঠন অভিনব,
পরমাত্মারূপে স্রষ্টা, জ্ঞান মর্ম্মকথা,
বিরাজ করেন তাতে, না বুঝ অন্যথা।
হত জ্ঞানে দেহের করিলে অপচয়,
নরকে যাইবে অন্তে জানিহ নিশ্চয়।
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তিনি পূর্ণজ্ঞান,
দয়াময় কল্পতরু মঙ্গলনিধান;
সৃষ্টির মঙ্গল হেতু সর্ব্বত্র বসতি,
তিনি ভিন্ন স্বর্গে মর্ত্তে নাহি অন্য গতি।
বিধাতার সর্ব্ব কার্য্যে মঙ্গল নিহিত,
বুঝিলে হইতে হয় প্রেমে বিমোহিত।
আমাদের স্থূল জ্ঞানে সূক্ষ্মতম মর্ম্ম,
সর্ব্বদা বুঝিতে নারি বিধাতার কর্ম্ম।
ধৈর্য্য ধর শান্ত হও শোক যাও ভুলে,
'তব ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক' বল মন খুলে;
প্রসন্ন হবেন বিভু শান্তি পাবে মনে,
দেহত্যাগে দেখা হবে প্রাণ পুত্র সনে।"
আটদিন অন্তে গেছে পুত্র শশধর,
অমাচ্ছন্ন হয়ে আছে হৃদয়কন্দর,
জ্ঞান-সূর্য্য উদয়ে তামস দূরে যায়,
জ্ঞানের প্রভাবে বুড়ী হৃদে শান্তি পায়।
"ক্ষুধায় কাঁপিছে অঙ্গ," বুড়ী তবে বলে,—
আট দিন অনাহারে পেট যায় জ্বলে!
বুড়ীকে ধরিয়া মোরা আবাসে আনিনু,
শুশ্রূষার তরে আমি নিযুক্ত রহিনু।
দুজনার আহারীয় যাহা ছিল ঘরে,
আনীত হইল তাহা আহারের তরে।
"অভুক্তা বুড়ীকে দাও অর্দ্ধ সমষ্টির,
আধা আধা মোরে দেও আনন্দ সুধীর,
অর্দ্ধেকের অর্দ্ধ যাহা রবে অবশিষ্ট,
আহার করহ তুমি প্রিয় পুত্র শিষ্ট!
সুমধুর আজ্ঞা পেয়ে পিতৃদেবমুখে,
বুড়ীকে আহার দিনু হৃদয়ের সুখে,
পিতৃদেবে অন্ন দিনু মনে রাখি সাধ,
আহারের পরে তাঁর লভিব প্রসাদ।
অর্দ্ধমৃতা বুড়ী যবে জীবন পাইল,
আনন্দের অশ্রুধারা নয়নে বহিল।
এইরূপ কতবার কত শত মত,
পাইয়াছি উপদেশ কহিব কি কত।
করযোড়ে মাগি বর বিভু দয়াময়!
থাকে যেন দয়াধর্ম্মে অটল হৃদয়।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের শিক্ষাদাতা।

আর্য্যমহিলাগণ যে মহতী শিক্ষার বলে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইয়া গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যে সমীচীনা শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে কুললক্ষ্মী হইয়া কুল উজ্জ্বল করিয়া

ছিলেন, সেই মহিমান্বিতা শিক্ষা কাহাদিগের নিকট হইতে লব্ধ হইয়াছিল, ইহা জানিতে অনেক সময়ে কৌতূহলোদ্রেক হয়। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পড়ান হয়, কাহাকেও কাহাকেও বা কলেজের শিক্ষাও দেওয়া হয়, ঐরূপ রীতিতে প্রাচীন আর্য্য-মহিলাদিগের পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইত কি না, ইহাও জানিতে আগ্রহাতিশয় জন্মে। মাতা, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-অভিভাবকদিগের নিকট হইতে প্রাচীন হিন্দুরমণীদিগের যে শিক্ষা লাভ হইত, তদ্ভিন্ন অপর কোন সাধু বিদ্বান্ পুরুষ অথবা সাধ্বী বিদুষী নারীর নিকট হইতে তাঁহাদের উপদেশলাভ হইত কি না, ইহা আমাদিগের সাধারণভাবে জ্ঞাত থাকিলেও পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদিগের এক্ষণে এইরূপ সংস্কার দৃঢ়ধারণাবদ্ধ হইয়াছে যে, চেয়ার, চৌকী, টুল ও ডেস্ক প্রভৃতি যে গৃহে থাকে, যে গৃহে শিক্ষকমহাশয় চেয়ারে বসিয়া উপদেশ দান করেন এবং ছাত্র ও ছাত্রীগণ টুলে বা বেঞ্চে বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করেন, সেই গৃহের নামই বিদ্যালয় এবং সেই গৃহে পাঠের নামই বিদ্যালয়ের পাঠ। টুলে বসিয়া হউক অথবা মাদুরে বা অন্য কোন আসনে বসিয়া হউক, যে গৃহ পাঠ শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়কে পাঠাগার, পাঠশালা, অধ্যাপনাগৃহ প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন কালে যে গৃহে বসিয়া বালিকারা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকটে উপদেশলাভ করিতেন, তাহাই তখনকার বালিকাবিদ্যালয় ছিল।

প্রাচীনকালের একটী বালিকাবিদ্যালয়ের স্পষ্ট আখ্যান কবিতারত্নাকর-নামক শ্লোকসংগ্রহ পুস্তকে পাঠ করা গিয়াছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কোনও কারণবশতঃ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও সাধু পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হন। উক্ত পণ্ডিতমহাশয় বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতেন। সেই বিদ্যালয়ে রাজকন্যা ও অমাত্যকন্যাগণ অধ্যয়ন করিতেন। উক্ত রাজা কয়েক দিবস সেই পণ্ডিতভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদা অধ্যাপকমহাশয় কোনও নিমন্ত্রণোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইবার সময় তাঁহার পুত্রের প্রতি সেই বালিকাদিগের অধ্যয়নের ভার দিয়া যান। সেই ব্রাহ্মণপুত্র অধ্যাপনাকালে রাজকন্যা ও অমাত্যকন্যাগণের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে রাজকন্যা প্রভৃতি চারি জনকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত বালিকা কয়েকটীও তাঁহাকে পাণিদানে সম্মতা হন। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিকৌশলে ঐ বিবাহ হইতে পারে নাই। এই গল্পটী আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই জানা আছে। বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব কলিযুগের প্রথমে হইলেও অন্যযুগোচিত প্রাচীনকালের শিক্ষাপদ্ধতি তখন পর্য্যন্ত

প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। জ্ঞাতকুলশীল, সচ্চরিত্র, প্রাচীন অধ্যাপক অথবা সুপরিচিতা সাধুচরিত্রা মহিলা সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন। স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীও যে এ দেশে শিক্ষা দান করিতেন, তাহা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

বহু পুরমহিলা সমবেত হইয়া তপোবনে যে মুনিদিগের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিতেন, এবং মুনিগণ যে রাজমহিষী ও রাজকন্যাদিগের শিক্ষাদাতা ছিলেন, তাহারও সংস্কৃতগ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দেবচরিত্র ঋষিদিগের নিকটে কোন গৃহস্থই আপনাদের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়াগণকে উপদেশলাভার্থ প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। একে তপোবন শান্তিনিকেতন, তাহাতে আবার ঋষিদিগের প্রশান্ত মূর্ত্তি ও প্রশান্ত স্বভাব নিরীক্ষণই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রশান্তভাব আনয়ন করিয়া দিত। ঋষিদিগের জ্ঞানগর্ভা ধর্ম্মময়ী উপদেশমালা পুরবাসিনী মহিলাদিগের হৃদয়দেশকে প্রকৃত ভূষণে ভূষিত করিয়া দিত। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের সপ্তমাঙ্ক পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ দুষ্মন্ত ইন্দ্রের অনুরোধে দৈত্যদলন করিয়া, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পথিমধ্যে মরীচিমুনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন এবং উক্ত মুনির অবকাশ আছে কি না তাহা জানিবার জন্য মাতলিকে প্রেরণ করেন। মাতলি গিয়া দেখিলেন,—তৎকালে মরীচিমুনি অন্যান্য পুরবাসিনীদিগের সহিত মিলিতা স্বভার্য্যা দাক্ষায়ণীকে পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। সেই উপদেশ-দান শেষ হইলে, দুষ্মন্ত প্রভৃতি সকলে গিয়া মরীচিমুনির দর্শন লাভ করেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রানুসন্ধানে জানিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্রে মুনিপত্নীদিগের নিকটেও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদিগের শিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র যখন অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন উক্ত মুনিবর, তাঁহার ভার্য্যা অনসূয়ার অমানুষিক যোগবলের পরিচয় নিম্নলিখিতরূপে রামের নিকটে জ্ঞাপন করেন এবং জানকীকেও সেই মহানুভাবার নিকটে যাইতে আদেশ করেন।

"দশবর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্।
যয়া মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্ত্তিতা॥
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া চ ত্বরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেহনঘ।
তামিমাং সর্ব্বভূতানাং নমস্কার্য্যাং তপস্বিনীম্।

অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা॥
(অযোধ্যাকাণ্ডম্।)

অনুবাদ। পূর্ব্বে দশবৎসরকাল নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইয়া যখন লোক দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন যিনি যোগবলে ফলমূলের

সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্নবীকে আনয়ন করিয়া ঋষিদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন, যিনি দেবকার্য্যের নিমিত্ত ব্যগ্রা হইয়া তপস্যার প্রভাবে এক রাত্রিকে দশ রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভাতা হইতে দেন নাই, হে অনঘ! এই সেই অনসূয়া তোমার মাতার ন্যায় এখানে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সমস্ত ভূতের নমস্কার্য্যা, তপস্বিনী, বৃদ্ধা ও অক্রোধনা। বৈদেহী ইহাঁর নিকটে গমন করুন।

অনসূয়ার এইরূপ পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে জানকীকে যাইতে রামচন্দ্র অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে বৈদেহী তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার স্নেহে ও সদুপদেশে পরমপ্রীতি লাভ করেন। যতদিন জানকী সেই তপোবনে ছিলেন, ততদিন তাঁহার নিকটে বিস্তর ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব পাঠে অবগত হওয়া যায়,—সুমনা নামে কেকয়রাজ-তনয়া, দেবস্বদয়া মনস্বিনী শাণ্ডিলীর নিকটে উপদেশ লাভ করেন। উক্তবিধ শত সহস্র দৃষ্টান্ত পুরাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুত্রাদি স্নেহভাজনদিগের নিকটেও কোনও কোনও মহিলার ধর্ম্মোপদেশলাভের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—কর্দ্দম মুনি তপস্যার্থ গমন করিতে মানস করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, তদীয় পত্নী দেবহূতি বলিয়া ছিলেন,—"আপনি তপস্যার নিমিত্ত বনগমন করিলে কে আমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবে? আমি যে বিষয়ভোগে বহু বৎসর অতিবাহিত করিলাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। ইহলোকে যে ব্যক্তির কার্য্য-সকল ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ভগবৎসেবার নিমিত্ত কল্পিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। দেবহূতির উক্তরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কর্দ্দম মুনি বলিলেন,—"তোমার গর্ভে অচিরাৎ ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তিনি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া সংসার-বন্ধন ছেদন করিবেন।" কালক্রমে মহর্ষির ঐ আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছিল। দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবহূতিকে উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করেন। যাহাতে নিষ্কাম ভক্তি-যোগের উদয় হয়, দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি না থাকে, বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং সাংখ্যযোগের প্রকৃত মর্ম্ম বোধ হয়, ভগবান্ কপিল দেবহূতিকে সেইরূপ উপদেশ দান করেন।

(ক্রমশঃ)

বেথুন স্মৃতি-সভা।

বিগত ১২ই আগষ্ট তারিখে ভারতের স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মহোদয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন বেথুন-কলেজ-মন্দিরে হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় অনেক শিক্ষিতা মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা বেথুনের জীবনী পাঠ করা হইল এবং ভারতমহিলাগণ এই মহাপুরুষের নিকট যে চির-ঋণী, তাহা সকলেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন। বেথুন মহোদয়ের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ভারতমহিলাদিগের সংকীর্ণ অবস্থা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যালোকে ভূষিতা করিবার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মহিলাবিদ্যালয় (Hindu Female School) নামে একটী সামান্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ভারতবাসীদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ ছিল, সুতরাং এই মহিলাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রীদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে নানা প্রকারে উৎকোচ দিয়া, এমন কি অনেককে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও মুনসেফী পদে নিজ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ছাত্রীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় তাহাদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। মহানুভব বেথুন গবর্ণর জেনারেলের সভার আইন-সদস্য ছিলেন। আপিসের কার্য্যান্তে তিনি এই বিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া দ্বারা তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতেন।

বেথুন মহোদয় মৃত্যুকালে তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব এই বিদ্যালয়ের পোষণার্থ উইল পত্র দ্বারা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কালে সেই হিন্দুমহিলাবিদ্যালয় (Hindu Female School) বেথুন মহোদয়ের নামে অর্থাৎ বেথুন কলেজ বলিয়া পরিচিত হইয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। দাঁতের গোড়া ফুলিলে এবং ব্যথা থাকিলে তাহাতে আমচুর (আম্সী) লাগাইয়া রাখিবে। ইহাতে ফুলা ও ব্যথা উভয়ই কমিয়া যাইবে।

২। দাঁতের গোড়া কন্‌কন্ করিলে ঐ স্থানে কিস্‌মিস্ চিরিয়া লাগাইলে কন্‌কনানি সারিয়া যাইবে।

৩। দাঁতের মাজন—সুপারি-পোড়া-

কয়লা চূর্ণ ২ তোলা, ফট্‌কারী চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, গোলমরীচ চূর্ণ ৹ চারি আনা, দারুচিনি চূর্ণ ।৹ আনা, লবঙ্গচূর্ণ ।৹ আনা, কর্পূর ৶৹ আনা এবং চা-খড়ি ৮ আট তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই দাঁতের মাজন দ্বারা প্রত্যহ দন্ত মার্জ্জন করিলে দাঁতের শিথিলতা, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া, দন্তশূল, দাঁতের মাড়ি ফুলা, দাঁতে পোকা ধরা, মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারিত হয় এবং দন্তমূল সুদৃঢ় হয়।

৪। অম্লপিত্ত জন্য বুকে জালা হইলে ধনে চিবাইয়া রস খাইলে জালা নিবারণ হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। স্বদেশহিতৈষী, বাগ্মিবর, মাননীয়, মহাত্মা ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মপ্রাণ, পুণ্যশ্লোক ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিরূপ সাধু-পুরুষ ছিলেন, তিনি স্বদেশের হিতকল্পে নিজ মন-প্রাণ-আত্মাকে ও বাক্‌শক্তিকে কিরূপ সমাহিত করিয়াছিলেন, তাহা, বোধ করি, কাহারও অবিদিত নহে। গত শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতাস্থ বিডনস্কোয়ারে প্রশস্ত পীঠোপরি তদীয় পবিত্র প্রতিকৃতি বিপুল সম্মান সহকারে স্থাপিত হইয়াছে। তদীয় খৃষ্টান ও হিন্দু বন্ধুগণ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী তথায় সম-প্রাণে সমবেত হইয়া, সেই স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি অতুল ভক্তি-সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। মহামান্য W. C. ম্যাক্‌ফার্‌সন্ মহোদয় এই মাঙ্গলিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তি-সংবলিত অপূর্ব্ব প্রস্তরফলকে স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী সংক্ষেপে খোদিত আছে। ম্যাক্‌ফার্‌সন্ মহোদয় এই প্রতি-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকালে ভক্তিগদগদভাবে সেই মহাপুরুষের অলৌকিক গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

আমরা কবে আর দুইটী স্বর্গীয় দুর্লভ রত্নের যথাযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন দর্শন করিব? সে দুইটী রত্ন,—আমাদের দেশগৌরব মহাত্মা আনন্দমোহন ও উমেশচন্দ্র।

আমরা এ স্থলে স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক, মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের সুশিক্ষিতা পত্নী, নারীকুলরত্ন, পরমকল্যাণী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু মহোদয়ার গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত ধর্ম্ম-প্রাণা মহিলা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্রের কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া স্বদেশীয় মহিলাকুল ও অন্যান্য পুণ্যশীলগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি, তিনি এক্ষণে ঐ অর্থে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার জন্য এইরূপ স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন। "শুভস্য শীঘ্রম্।"

২। গবর্ণমেণ্ট মৃত আশুতোষ বিশ্বাস

মহাশয়ের বিধবা পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের জেলা ২৪ পরগনাস্থিত তিনখানি গ্রামের স্বত্ব জায়গির স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তাঁহাদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন; কিন্তু আশু বাবুর পৌত্রদিগকে অর্দ্ধেক কর প্রদান করিতে হইবে, শুনিতেছি।

৩। হিন্দুর প্রধান তীর্থ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে বি, এম, ডবলিউ রেল কোম্পানি একটী সেতু নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে তত্রত্য হিন্দু অধিবাসিগণ যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আপত্তি করিয়া আবেদন করিয়াছেন।

৪। জলপথে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। এক্ষণে আকাশপথে ব্যোমযানের সাহায্যে উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে।

৫। বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতা টাউন হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন।

৬। শুনা যায় এ বৎসর পঞ্জাবে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা হইতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, বিলাতের লোকেরা এ সময় ভারতের কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। কংগ্রেসের অধিবেশন বিলাতে হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

৭। শুনা যায়, মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্য ছোট লাট বাহাদুরের একজিকিউটিব কাউন্সিলের বিশেষ সদস্য নিযুক্ত হইবেন।

৮। গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদিগের নামের তালিকার মধ্যে পঞ্চাশ জন বালকের নাম ভুল ক্রমে প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি এই পঞ্চাশ জন ছাত্রের নাম পুনরায় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। শুনিলাম, নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে লক্ষ্ণৌ জেল হইতে বিরেলী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

১০। গত ২০শে আগষ্ট পরলোকগত মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে।

১১ বিলাতে কার্জ্জন ওয়াইলিকে রক্ষা করিতে যাইয়া ডাক্তার লালকাকা নিজের প্রাণ দিয়া ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে।

১২। শিমলা সহরে মধুর চাষের জন্য একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩। দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের জন্য আফগানিস্থানের আমীর বাহাদুর দুই হাজার

টাকা মূল্যের আসবাব সরঞ্জামাদি পাঠাইয়াছেন।

১৪। মুঙ্গেরে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীযুক্ত বৈজনাথ গোয়েঙ্কা তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মরণার্থ একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১৫। পঞ্জাবে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী ডিস্পেনসারি স্থাপন করিয়া গ্রামে গ্রামে কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

১৬। ভূতপূর্ব্ব তুরস্কের সুলতানের অন্দরে অসংখ্য সুন্দরী বালিকা ক্রীতদাসীরূপে আবদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আর কোন আশা ছিল না। নব্য তুর্ক সম্প্রদায় রাজ্য অধিকারের পর এই স্ত্রীলোকদিগের আত্মীয়স্বজনদিগকে সংবাদ দিয়া সকলকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

বামারচনা।

দেবী না মানবী?

সংসার মরুভূ-মাঝে,
স্নিগ্ধ-শান্তি-স্বরূপিণী।
খুলিয়া স্নেহের উৎস
আছ করুণাদায়িনি!

মৃতপ্রায় মনপ্রাণে,
সঞ্চারিতে নব বল,
সঞ্জীবনী-সুধা-সম,
মমতার অশ্রুজল।

শান্তিময় কোলে ল'তে,
প্রসারিত দুটি কর;
করুণার শত আঁখি
চেয়ে আছে মুখ-পর;

অবসন্ন যবে প্রাণ,
মমতার শত বাণী,
সান্ত্বনিতে সদা ব্যগ্র,
স্নেহময় হৃদিখানি।

প্রশান্ত-মধুর মূর্ত্তি,
সুষমার চারু ছবি,
হৃদয়ে অমৃত ভরা
তুমি দেবী না মানবী?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

কি চাহিব আর ?

শ্রীচরণে দাও স্থান, কি চাহিব আর,
ভবের অসার সুখ পরিতৃপ্ত নহে বুক,
কেবল ব্যথিত হিয়া করে হাহাকার।

১

সবি ত দিয়েছ মোরে সবি ত আমার,
তথাপি অতৃপ্ত প্রাণ, ভগবান্ ভগবান্
শিখাও এ মূক জনে তব নাম সার।

২

দেখাও এ অন্ধজনে মোহন মুরতি,
ও পদ দর্শন বিনে, আর কিছু নাহি ধ্যানে,
দুস্তর এ ভবার্ণবে কর অব্যাহতি।

৩

উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গ দেখে লাগে ভয়,
ষড়্ রিপু শত মুখে দংশন করিছে বুকে,
জ্বলিছে জীবনে শত সহস্র নিরয়।

৪

পথভ্রান্ত হয়ে আছি অজ্ঞান-আঁধারে,
কোথা আছ কোন দিক্, কোন দিকে
যাব ঠিক্,
বল প্রেমময়! কোলে লইয়া আমারে।

৫

অনিত্য এ সুখভোগে চিত রত নহে,
অনিচ্ছা বিষয়বিষে, অনিচ্ছা অবনীবাসে,
ত্রাসিত মায়ার ত্রাসে মন সদা দহে।

৬

নাহি চাহি হিম ঋতু বসন্ত বরষা,
নয়ন হউক অন্ধ, নাসিকা ভুলুক গন্ধ,
ঘুচুক জন্মের মত পুত্র-পৌত্র-আশা।

৭

শুনি শুধু মধু নাম শ্রবণবিবরে,
সেইরূপ মনশ্চক্ষে, হেরি যেন সদা বক্ষে,
লভি যেন পদ্মনাভি অমৃতসাগরে।

৮

চাহি না চন্দ্রমা ভানু প্রদীপ্ত প্রভাত,
না চাই সায়াহ্ন উষা, কুমুদী কৌমুদী ভূষা,
শুক্লা শর্ব্বরীর কোলে চন্দ্রিকাপ্রপাত।

৯

চাই না তারার হীরা, চাই না প্রবাল,
না চাই যশ সুনাম, নাম করি অবিরাম,
প্রেমানন্দে আনন্দিত রহি চিরকাল।

১০

চাই না আতপতাপ প্রকৃতি-সুন্দরী,
চাই না অনিলানল কাঞ্চন কুসুমদল
সসীম সরিৎসিন্ধু সমুন্নত গিরি।

১১

স্রষ্টা বিনা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য সত্য নাই,
ধরাভরা বিষরাশি, কভু নাহি ভাল বাসি,
অসীমের পাদপদ্মে সদা চাই ঠাঁই।

১২

হইয়ে তন্ময় শুধু তাঁর পদে রই,
প্রভুপ্রেমে হয়ে ভোলা, হই অন্ধ হই কালা,
কুরূপ নির্ধন হই, তাহে ক্ষতি নাই।

১৩

এ বিশ্ব মায়ায় ভরা মহা অন্ধকূপ।
যা দিয়েছ কেড়ে লও, দেখা দাও ধরা দাও,
চিন্ময় সচ্চিদানন্দ চৈতন্য স্বরূপ।

১৪

কেড়ে লও কেড়ে লও বিষয় সম্পদ,
ফকির গরীববেশে, পশিব প্রভুর দেশে,
খেলিবে হৃদয়ে মম সদা সুধা-হ্রদ।

১৫

ইচ্ছি না ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় বারি,
দরশন সুধাপানে, ছুটি সুরপুর পানে,
এস হৃদাকাশে মম চিতহারী হরি!

১৬

এ দেহ পীড়িত হোক ক্ষতি কি আমার,
আত্মাতে বিবেক-মধু, ক্ষরিত হউক শুধু,
উথলি উঠুক হৃদে প্রেম-পারাবার।

১৭

অসার এ সুখভোগ, অনিত্য সংসার,
দিয়েছ যা ফিরে লও, দেখা দাও ধরা দাও,
শ্রীচরণে স্থান দাও, কি চাহিব আর?

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর স্বর্গারোহণোপলক্ষে।

কাঁদরে অভাগী বঙ্গ কাঁদরে আবার,
আজি তুমি সুতহারা, আনন্দমোহন তারা
নিভিল এ ধরাকাশে উদিবে না আর;
আর স্বজাতির তরে, ক্ষীণ দেহে জ্যোতি ধরে,
তোমারে আলোকধারা ঢালিবে না আর।
কাঁদরে অভাগী বঙ্গ ক'রে হাহাকার।

তব কাঙ্গালিনী বক্ষ, ধরে কত লক্ষ লক্ষ
সন্তান, সবাই তব মুকুতার হার,
অমূল্য মধ্যের মণি, ইনি যে তাই জননি!
অতি আদরের ধন, শোভার আধার;
কাঁদরে অভাগি! স্মরি সেই গুণাধার।

স্নিগ্ধ মন্দাকিনী পারা, যাঁর স্নেহ-শত-ধারা
বিধৌত করিত হৃদি ব্রাহ্ম সবাকার,
যাঁর দয়াপূর্ণ হিয়া, দরিদ্রকুটীরে গিয়া,
নীরবে হরিত আহা! অভাব অপার,
তাঁহারে হারায়ে মাতঃ! কর হাহাকার।

সরল বিমল মতি, মার্জ্জিত সভ্যতা-জ্যোতি,
অপূর্ব্ব বিনয় রাজে বদনে যাঁহার;
যাঁহার স্বাধীন চিত্ত, সংসার-তুফানে ভীত
হয় নি, পড়ে নি ছায়া কভু নিরাশার,
সৌম্য মূর্ত্তি, প্রাণ ছিল পুণ্য অবতার।

মাগোমা! তোমার কোলে, সে মূরতি কেবা ভোলে,
বদনে পবিত্র ভাতি বিশুদ্ধ আচার,
হেরি যেন স্বর্গদূত, লয়ে দেহ পঞ্চভূত,
অবতীর্ণ অবনীতে পেয়ে কার্য্যভার,
ধন্য সেই নরজন্ম কোলেতে তোমার!

সাধিয়া স্বদেশহিত ব্রাহ্মের কল্যাণ,
মণ্ডিয়া সুযশ মানে, যায় কোন ভাগ্যবানে,
স্বগৃহে বাহিরে রেখে নিজ চির স্থান,
স্বদেশে বিদেশে লভি সম্মান সমান।

জন্মেছেন তব কোলে মানিবর পুত্র বলে;
হে বঙ্গজননি! বল কে সুভগ নয়?
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত, গৌরবেতে বিভূষিত,
দান ধর্ম্মে ধনে মানে উজলিয়া ঘর,
স্বদেশের চিরোন্নতি সাধিত অন্তর।

হেন পুত্র কয় জন, পুত্রমাঝে সুরতন,
ধরেছ জননি! তুমি গরভে তোমার ;
কার আছে হেন ভাব, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ,
কার নারী হয় হেন কর্ত্তব্যতৎপর,
পতির দক্ষিণ হস্ত সাধু কার্য্যপর।

তাই আজ কাঁদ বঙ্গ ক'রে হাহাকার,
যেমনটী গেল হেন আসিবে না আর,
সে পবিত্র দেহ পরে, স্বর্গীয় আলোক ঝরে,
মগ্ন যেন চির নিদ্রা শান্তির ছায়ায়,
সাধু কার্য্য সঙ্গ করে, চির বিরামের তরে,
ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর নিজ স্থানে যায়।

তাহার সে আদরিণী, জীবনের সুসঙ্গিনী,
প্রকৃত সহধর্ম্মিণী কাঁদিয়া লুটায়,
শ্বশ্রূ সুত কন্যা চারি, কাতরে নয়ন বারি
বরষিছে, কাঁদ বঙ্গ সমস্বরে তার,
এই যে ডুবিল চন্দ্র উদিবে না আর।

ভক্তি ভিক্ষা।

হে স্বপ্রকাশ!
দুশ্চিন্তার তম ঘিরেছিল মম
চিত্ত-হরিণীরে দুষ্ট ব্যাধ সম,
তুমিই ঢালিলে দ্যুতি অনুপম,
বিকাশি ভুবনমোহনরূপে।
আমি ডাকিলাম কোথা দয়াময়!
প্রাণে শান্তি দাও, দাওগো অভয়,
ফুটাও ভকতি-কুসুমনিচয়,
রাখিও না আর আঁধার-কূপে।

শুনিলে তখনি দুঃখিনীর কথা,
ছুটিয়া আসিলে স্নেহময় যথা,
সহানুভূতিতে হরে নিলে ব্যথা
মরি মরি মরি করুণাময়!
এত ভালবাস দীন হীন জনে,
শুনেছিনু শুধু বুঝি নাই মনে,
দেখিলাম আজি, সুদিব্য নয়নে,
নিমেষে জুড়ালে যাতনাচয়।

অরূপ স্বরূপ-মাধুরী প্রকাশে
মরমের ভয় তপ্ত দীর্ঘ শ্বাসে
ভোগের লালসা সুখের পিয়াসে
করিয়া নিলে গো চরণদাস।
ভরিলে হৃদয় ভক্তি-শ্বেতোৎপলে
পূজিব তা দিয়ে পলে পলে পলে
প্রেমময় তব চরণকমলে
রহিল কেবল একটি আশ।

নয় দেব! নয় দুমাস ছমাস,
পূজিব তোমায় ভরি বারমাস,
লভিব অনন্ত অক্ষয় বিকাশ
জীবনে মরণে ভাল গো বাসি।
ভূলোকে দ্যুলোকে লোক লোকান্তরে
সর্ব্বলোকে তব স্নেহ আছে ভরে
সর্ব্বত্র সুলভ ও চরণ পরে,
রচিবে নিবিড় স্বর্গ গো দাসী।

শত দুঃখে এবে নহি গো দুঃখিনী,
শত শোকে আর নহি অনাথিনী,
নিরজনে দেব! নহি একাকিনী,
নিত্যোৎসব-ভরা দিবস রজনী,
হে পরশমণি! পরশে তব।

শোকে শান্তিবারি, মরণে অমৃত,
বিষাদ ব্যথায় সতত স্নেহ,
পাপের মাঝারে পুণ্য অবিরত,
তুমি গো আমার,—এ জীবন মৃত
করিয়া রেখেছ নিত্যই নব।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখ শান্তি যে অপার,
এ মধু মিলন তোমার আমার,
ফুরাবে না কভু অমর ভাণ্ডার,
জাগিছে অনন্ত জীবন লাগি।
হে রাজাধিরাজ! প্রেম ফুলে ফলে,
চির দিন তোমা তুষিব বিরলে,
মরিব কেবল ভক্তিশূন্য হলে
সব সঁপি তাই ভকতি মাগি।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা লর্ড রিপণ।
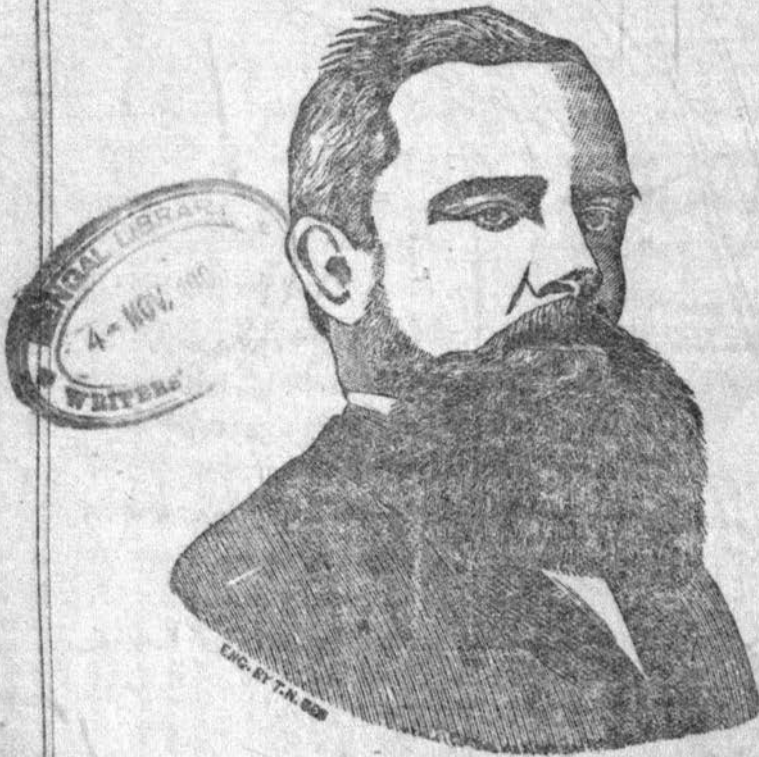
স্বর্গারোহণ—১০ই জুলাই, শনিবার ১৯০৯।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৪৭ বর্ষ।
৫৫৪ সংখ্যা।
আশ্বিন, ১৩১৬। অক্টোবর, ১৯০৯।
৯ম কল্প।
২য় ভাগ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 554. October, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা—সম্প্রতি মহীশূর গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যমধ্যে একটী অতীব মঙ্গলকর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহীশূররাজ আধুনিক ধর্ম্মভাবশূন্য শিক্ষার বিষময় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজ অধিকারের সমস্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বিদ্যালয়েই ছাত্রগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারভাব সকল স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবীণতম আচার্য্যগণ দ্বারা নিয়মিতরূপে যাহাতে শিক্ষা করে, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দু ছাত্রের জন্য উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষক, খৃষ্টান ছাত্রের জন্য সুযোগ্য খৃষ্টান শিক্ষক এবং মুসলমান ছাত্রের জন্য বহুদর্শী মৌলবী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অতীব উদার ও নিরতিশয় কল্যাণপ্রদ দৃষ্টান্ত ভারতের সর্ব্বত্রই অবলম্বনীয়।

বঙ্গে শিল্পবাণিজ্য বিস্তার—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতবিদ্য যুবক কিছুকাল জাপানে অবস্থানপূর্ব্বক চিরুণী, বোতাম, মাদুর প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহের নির্ম্মাণপ্রণালী নিপুণভাবে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুর, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক এবং যশোরের গণ্যমান্য উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যশোরে একটী উচ্চ শ্রেণীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি এই কারখানায় চিরুণী ও মাদুর প্রস্তুত হইতেছে। অবিলম্বে বোতাম ও ছাতার হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত করণের ব্যবস্থা হইবে। এতদিন বঙ্গবাসী এ সকল অত্যাবশ্যক কার্য্যে উদাসীন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহা-

দের এ সকল বিষয়ে যে চৈতন্যোদয় হইতেছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এতদিন এতদ্দেশীয় সকলে পর-প্রত্যাশী হইয়া বিদেশজাত পণ্যের জন্য দেশের বিপুল অর্থ পরের হাতে সমর্পণ করিতেছিলেন। আজি আমরা বঙ্গবাসীর দেশের শিল্পোন্নতির এরূপ চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি।

এই কারখানার মূলধন ৫০,০০০ টাকা। ইহা ৫০০০ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। ইহার অংশ ক্রয় করিলে শুধু অর্থলাভ হইবে, এরূপ নহে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সহায়তা করাও হইবে, অথচ নিজের অর্থলাভও ঘটিবে। যিনি দেশের হিত-কামনা করেন, তিনি এই মঙ্গলকর কার্য্যে যোগদান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

কপ্‌টি- অধুনা চা একটী সুখসেব্য জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে বহুতর চা-র দোকান হইয়াছে। দুগ্ধ ও শর্করা সম্বলিত "কপ্‌টি" অর্থাৎ এক পেয়ালা চা এক পয়সা, দুই পয়সায় বিক্রয় হয়। এই-রূপ চা-সেবন-প্রণালী অতীব গর্হিত। দোকানে যে চা প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহা প্রায়ই ভাল দুগ্ধে প্রস্তুত করা হয় না। সুতরাং উহা শরীরের পক্ষে বড়ই অস্বাস্থ্য-কর। যাঁহারা অভ্যাস বশতঃ নিত্য চা ব্যবহার করেন, তাঁহারা গৃহে চা প্রস্তুতের সরঞ্জাম রাখিয়া বিশ্বস্ত চা-বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে চা ক্রয় করত ঘরে চা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলেই ভাল হয়। আজ কাল কলিকাতার ভট্টাচার্য্য কোম্পানির চা গুণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, শুনা যাইতেছে। ঐ কোম্পানী বা ঐরূপ অন্য কোন বিশ্বস্ত কোম্পানীর নিকট হইতে চা ক্রয় করিয়া বাটীতে প্রস্তুত করিয়া খাইলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে না।

হিন্দুর দেবপূজায় পশুবলি নিবা-রণার্থ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের ভবনে সভা- শোভাবাজার রাজপরিবারের রত্নস্বরূপ শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সম্প্রতি হিন্দুর পূজায় পশুবলিদান কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয়ে একটী বিস্তৃত ও সুযুক্তিপূর্ণ এবং বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণাদি সম্বলিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ গত ৪ ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার এই সভায় পঠিত ও সমালোচিত হইয়াছে। সভাস্থলে গণ্য, মান্য পণ্ডিতগণ, রাজা ও জমীদার-গণ এবং দেশহিতৈষী মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। বলিদান বিষয়ে এত শাস্ত্রানু-সন্ধান ও এত সহৃদয়তা-পূর্ণ যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই। সভাস্থলে অনেক মহাত্মাই এই প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—"দেখিতেছি, সভ্য মহোদয়েরা সকলেই পূজায় পশুবলির অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; কিন্তু এ দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে,

আমাদের (বঙ্গবাসীর) সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক অতীব কল্যাণপ্রদ সকল প্রস্তাবই প্রায় সভাসমিতি ও বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হয়, প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হয় না। যেরূপ কঠিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আর শুধু লেখালেখি বা বক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিতেছে না; অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক। দেখিতেছি অদ্যকার বিষয়টী সর্ব্ববাদিসম্মত; দেশ, কাল, পাত্রও অনুকূল। অনুকূল কেন? প্রথমতঃ এই দেশ বা স্থান,—শোভাবাজার রাজবাটী—সমাজের শীর্ষস্থানীয়। এ স্থানে দেশহিতৈকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। কাল,—শারদীয় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। পাত্র,—প্রবন্ধলেখক স্বয়ং এই রাজবংশের ভূষণ। অতএব যে রাজবাটী হইতে এই মঙ্গলময় প্রস্তাব উত্থিত হইল, সেই রাজবাটীই এবার শারদীয়া পূজায় পশুবলি তুলিয়া দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। আমি জানি, এ রাজবংশ বৈষ্ণব। ইঁহাদের ভবনে পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ গোপাল জীউ ইঁহাদের গৃহ-দেবতা। কিন্তু কৌলিক আচারক্রমে এ বাটীতে দুর্গাপূজায় ছাগবলি হইয়া থাকে। বলিদানকালে পাছে এ কার্য্য গৃহদেবতা ৺ গোপাল জীউর দৃষ্টিগোচর হয়, এজন্য সে সময় শ্রীশ্রী৺ গোপাল জীউকে পরদার আড়াল করা হয়। আমার মনে হয়, ইহা বিবেচনার কার্য্য নহে। কারণ ৺ গোপাল জীউকে যদি ঈশ্বর বলিয়াই বিশ্বাস থাকে, তবে সেই সর্ব্বসাক্ষীর সর্ব্বব্যাপিনী অনন্ত দৃষ্টিকে বস্ত্রের আবরণ দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কি আছে?" আমরা আশা করি, শোভাবাজার রাজগৃহে এ প্রবন্ধের অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হইবে এবং বঙ্গের ঘরে ঘরে এই পুণ্য দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহার ফল।

আমার পরমারাধ্য, পরাৎপর গুরুদেব শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "ভক্তকবি তুলসীদাস" প্রবন্ধে, এক সময়ে তুলসীদাস মত্ত হস্তীর সম্মুখে পড়িয়া কিরূপে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে এই সকল অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু তুলসীদাসের ন্যায় যাঁহাদের অন্তরে বাহিরে ভগবান্ নিয়ত প্রকাশমান, তাঁহারা এই সকল ঘটনায় ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং সেই দয়াময়ের কৃপায় সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত হন।

গত বর্ষের ৩০ শে মে তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান (Statesman) সংবাদপত্রে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ড্রমণ্ড (Professor Drummond) সাহেবের যে বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ভগবান্ কিরূপে ভক্তকে মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করেন,

তাহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অংশটুকু নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল ;—

একদা—আমেরিকাবাসী দুই জন ভদ্র লোক অর্ণবযানে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতেছিলেন। এক দিন রবিবার রাত্রিতে আরোহিগণ জাহাজের এক কক্ষে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেছিলেন। উপাসনা-শেষে একটী সঙ্গীত হইবার সময়, একজন তাঁহার পশ্চাৎ হইতে, অতি মধুর স্বরে আর একজনকে সেই সঙ্গীতে যোগ দিতে শুনিয়া, বিস্মিতভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—যে ব্যক্তির স্বরে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন, তিনি অপরিচিত হইলেও, তাঁহার স্বর অপরিচিত নয়। সঙ্গীতাবসানে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি তবে আমেরিকার দেশীয় সমরে (civil war) নিযুক্ত ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—আমি সে দুই দলের মধ্যে এক দলভুক্ত একজন সৈনিক ছিলাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি তবে অমুক স্থানে অমুক রাত্রিতে উপস্থিত ছিলেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন, হাঁ, এই গানটী সেই রাত্রির একটী আশ্চর্য্য ঘটনা আমার মনে পুনরুদ্দীপিত করিতেছে। আমি সেই দিন একটী বনের প্রান্তভাগে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। রাত্রি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। দারুণ শীতে আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়, শত্রুদল সন্নিহিত বলিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। নিশীথে যখন চারি দিক্ নিঃশব্দ, তখন আমার গৃহের কথা মনে পড়িতে লাগিল। শীতে, কষ্টে, ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া ভাবিলাম, ভগবান্‌কে ডাকিলে ও ভগবৎ-সঙ্গীত করিলে শান্তি পাইব। এই আশায় আজিকার এই গানটী সেই রজনীতে গাহিয়াছিলাম, যথা ;—

"অচল বিশ্বাস নাথ! আছে হে তোমায়,
একমাত্র তুমি মম সম্বল সহায় ;
তোমার চরণ-ছায়া কর প্রভু! দান,
তবেই বাঁচিবে মাথা, পাব পরিত্রাণ।" (১)

এই গানটী করিবার পর, আমার মন অপূর্ব্ব সাহস ও শান্তি লাভ করিল। তাহার পর সমস্ত রাত্রি আর ভয়ের লেশ-মাত্র ছিল না।

তখন অপর ব্যক্তি বলিলেন,—"এখন আমার কথা শুন! আমি অন্য পক্ষের

---

(১) মূল সঙ্গীতের ভাবমাত্র প্রদত্ত হইল। মূল গানটী এই,—

"All my trust in Thee is stayed,
All my help from Thee I bring ;
Cover my defenceless head
With the Shadow of Thy wing."

খৃষ্টানেরা ঈশ্বরকে পক্ষবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করেন, তাই "Shadow of Thy wing" প্রয়োগ হইয়াছে। এদেশের ভক্তেরা এ স্থলে "পদ-ছায়া" বলিতে ভাল বাসেন। ফল কথা, তাঁহার পক্ষও নাই, পদও নাই।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

সৈনিক ছিলাম, সেই রাত্রিতে শত্রুপক্ষের সংবাদ আনিবার জন্য কতিপয় যোদ্ধার সহিত প্রচ্ছন্নভাবে সেই বনে বিচরণ করিতেছিলাম। আমি তোমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মুখ দেখিতে পাই নাই। আমার অধীনস্থ লোকেরা তোমাকে গুলি করিবে বলিয়া তোমার দিকে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করিয়া আমার আজ্ঞার অপেক্ষায় ছিল। এমন সময়ে, আমি তোমার এই গান ;—'অচল বিশ্বাস নাথ! আছে হে তোমায়' ইত্যাদি শুনিয়া, বলিলাম,—'ভাই সব! গুলি করিও না, বন্দুক নিচু কর, চল! আমরা ফিরিয়া যাই।' "

এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, ঈশ্বরপরায়ণ দুইজনের মনে ঈশ্বর সমকালে কার্য্য করিয়াছিলেন। এইরূপে সাধারণের অজ্ঞাতসারে অতি আশ্চর্য্যভাবে, সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সেই অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির ইচ্ছায় কিছুই অসাধ্য নহে, কিছুই অসম্ভব নহে, কিছুই বিচিত্র নহে।

অহো! সেই করুণাময়ের নামের কি অচিন্ত্য প্রভাব! শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সমাজ-সাধারণের সহিত সামঞ্জস্য ও সহানুভূতি রক্ষার জন্য, প্রত্যেকের যথোচিত আত্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মানবের ভিতর দুইটী ভাব আছে। একটী ব্যক্তিগত ভাব (Personal instinct) এবং অপরটী সামাজিক ভাব (Social instinct) ; দুইটীই প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত ভাব না থাকিলে, মানুষ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে না। সামাজিক ভাব না থাকিলে মানুষ সমাজের অঙ্গ হইতে পারে না। সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীন ভাবে চলিলে মানুষের সমাজে থাকা চলে না। সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বাধীন ভাবকে সংযত করিতে হয়। নহিলে সমাজের সহানুভূতি লাভ করা যায় না। সমাজের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে, সকল চেষ্টাই বিফল হয় (১)। একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে হইলে, যেমন অখণ্ড ইষ্টক দ্বারা গাঁথুনি হয় না। একখানির সহিত মিল করিয়া গাঁথিবার জন্য,

(১) এ স্থলে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। মনে কর, রাম ও শ্যাম একসমাজভুক্ত প্রতিবেশী। রাম শ্যামকে দেখিতে পারে না। রামের গৃহে শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদি ক্রিয়া হইবে। এ স্থলে নিজের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, রাম যদি শ্যামকে নিমন্ত্রণ না করে, তবে সমাজবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য, রাম সমাজের অনিষ্টকারী হইবে। মনে কর,—সাধারণ হিতার্থে দেশে কোনও সভা হইবে। শ্যাম সেই সভার সভাপতি হইবে। এ স্থলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, রাম যদি সে সভায় যোগদান না করে, তবে রাম সমাজের অনিষ্টকারী।

অপর ইষ্টকখানিকে কাটিয়া ছাটিয়া লইতে হয়, তেমনি সমাজগঠনকার্য্যেও পরস্পর বৈষম্য নিবারণ জন্য, প্রত্যেকের যথাসম্ভব আত্মত্যাগ করিতে হয়। বৈষম্য নিবারণপূর্ব্বক বিশ্বজনীন সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠাই সমাজসংস্কার। যে মহাপুরুষ, অজেয় চরিত্র প্রভাবে স্বদেশে সেই সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই সমাজের প্রকৃত নেতা। যে সমাজে তাদৃশ নেতা নাই, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, সে সমাজ, সমুদ্রে নাবিক-শূন্য নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। প্রাচীন কালে, নেতা হইয়া যাঁহারা এ দেশকে জগতের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কি গুণের মনুষ্য ছিলেন, দেখ।—

"প্রশান্তাঃ পরিশুদ্ধাশ্চ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
শমং নয়ন্তি বৈষম্যং নেতারো লোকধারকাঃ।"

—বৈষম্য নিবারণপূর্ব্বক লোকসকলকে যাঁহারা ন্যায়মার্গে পরিচালিত করিতে পারেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ ও প্রশান্তচিত্ত, তাঁহারাই সমাজপ্রতিষ্ঠাপক নেতা।

"পাপেঽপ্যপাপাঃ পরুষেঽপ্যদ্গিরন্তি শুভাং গিরং।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণা নেতারো লোকধারকাঃ॥"

—যাঁহারা অনিষ্টকারীর প্রতিও নিষ্পাপ, কঠোরভাষীর প্রতিও কল্যাণভাষী, যাঁহাদের অন্তরাত্মা বিশ্বজনীন সদ্ভাবে দ্রবীভূত হইয়া সমস্ত জগতে সঞ্চারিত, তাঁহারই সমাজধারক নেতা।

স্বদেশের কল্যাণসাধন মানবের সর্ব্বোপরি সৎকার্য্য। সৎকার্য্য সদুপায়ে ও সৌম্যভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই স্থায়ী মঙ্গল প্রসব করে। যাঁহারা ইহার বিপরীত উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা হিতৈষী হইলেও, সমাজে ঘোর অশান্তি আনয়ন করেন। এক্ষণে আমাদের সাধনার অবস্থা। বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানকে দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক, অটল ধৈর্য্য সহকারে নীরবে সাধনা করিতে হইবে। বিশ্বজনীন সদ্ভাব যাঁহাদের আত্মার স্থায়ী ভাব, তাঁহারই সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ।

পূর্ব্বে পুণ্যশীল রাজবৃন্দ ও ভূস্বামিগণ দেশের ভূষণ ছিলেন। জ্ঞান ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়, ইষ্টাপূর্ত্তাদি (১) সদনুষ্ঠানে ঐ সকল ধর্ম্মপ্রাণ, স্বদেশবৎসল ধনিগণ প্রধান সহায় ছিলেন। এদেশের অসংখ্য পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহাদের অশ্রান্ত পুণ্যশীলতার ফল। প্রাচীন কালের জনক, বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ প্রভৃতি নরপালগণ হইতে একালের কৃষ্ণচন্দ্র, রামকৃষ্ণপ্রমুখ ধর্ম্মবীর রাজগণের এবং অধিকতর আধুনিক বর্দ্ধমানেশ্বর মহতপ্ চন্দ, রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্নসিংহ প্রভৃতি রাজা ও ধনিগণের কীর্ত্তিকলাপ ইহার উজ্জল

---

(১) ইষ্টাপূর্ত্ত'—'ইষ্ট'—যাগযজ্ঞাদি। 'পূর্ত্ত'—দীর্ঘিকাখাতাদি জলাশয় খনন।

দৃষ্টান্ত (১)। অহল্যাবাই, ভবানী, স্বর্ণময়ী, শরৎসুন্দরী প্রভৃতি রাজ্ঞীগণও দানধর্ম্মে প্রাতঃস্মরণীয়া।

বিদ্যোৎসাহী ধনিগণের ঐকান্তিক যত্নে ও উৎসাহে, একদা নবদ্বীপাদি স্থানে সার্ব্বভৌম, রঘুনন্দন, রঘুনাথ প্রভৃতি ভূবৃহস্পতিগণ সমুদিত হইয়া, অসংখ্য বিদ্যার্থীকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিয়া এবং তাঁহাদের বিদ্যা ও প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া এ বঙ্গভূমিকে গৌরবান্বিতা করিয়াছিলেন। এ দেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে,—এক এক কুলপতি মহর্ষি, দশ সহস্র ব্রহ্মচারী ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিতেন। সর্ব্বত্যাগী, কুটীরবাসী, অকিঞ্চন মুনিগণ কিরূপে অতগুলি ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতেন? এ সকল মহৎ কার্য্য কি তদানীন্তন ভূস্বামিগণের বদান্যতার পরিচয় নহে? ভগবান্ মনু বলিতেছেন, -যে রাজার অধিকারে একটী বেদজ্ঞ পণ্ডিত অনাহারে কষ্ট পান, সে রাজার রাজ্য অচিরেই উৎসন্ন হয় (১)। অধুনা সে, স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু রাজাও নাই, সে ভূবৃহস্পতি, বিদ্যাব্রত আচার্য্যকুলও নাই। বিদ্যোৎসাহী ধনিগণের অদর্শনের সহিত অমূল্য আর্য্যশাস্ত্রের প্রচার বিলুপ্তপ্রায়। অদ্যাপি এ দেশে ঐশ্বর্য্যশালীর অভাব নাই। তাঁহারা মনে করিলে এখনও এ দেশে লুপ্তপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডারের উদ্ধারকল্পে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। সুখের বিষয়, আজি কালি স্থানে স্থানে সাধারণের সাহায্যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের যাহা সর্ব্বরত্নের সার, সর্ব্ববিদ্যার শীর্ষ, জ্ঞানসিন্ধুমন্থনোত্থিত, জরা-রুজা মৃত্যুহারী অমৃত, সেই পরা বিদ্যা বেদান্ত-শাস্ত্রের শিক্ষার জন্য কোনও বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা নাই।

মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি সংস্কৃতশাস্ত্রের অবাঙ্‌মনসগোচর মহিমার কথা কি বলিবে? সংস্কৃতভাষার ও সংস্কৃত শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববেত্তা পাশ্চাত্য সুধীগণ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়, হৃদয় তাঁহাদের প্রতি ভক্তিরসে উচ্ছলিত হয় (২)।

---

(১) কালিদাসাদিপণ্ডিতমণ্ডিত ‘নবরত্নসভা’ বিক্রমাদিত্যের অমর কীর্ত্তির পরিচয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহই ভারতচন্দ্রাদি কবি ও পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের নিদান। রামায়ণ, শব্দকল্পদ্রুম, মহাভারত, প্রভৃতি অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অনুবাদ, প্রকাশ ও প্রচার দ্বারা, মহতাপচন্দ, রাধাকান্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ধনিগণ চিরস্মরণীয়। এইরূপ শত শত বিদ্যোৎসাহী ধনিগণের নাম ও কৃতিকীর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) “যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা।
তস্যাপি তৎক্ষুধা রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি ॥”
(মনুসংহিতা, ৭ অধ্যায়, ১০৪ শ্লোক।)

(২) পাশ্চাত্য জগতের সুবিখ্যাত দার্শনিক, জার্ম্মান্ পণ্ডিত শোপেন্‌হাউয়ার্ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন;—

“In the whole world there is no

এদেশের বিভবশালীরা অভিমান জনিত বাহ্যাড়ম্বর বিলাসিতা প্রভৃতির পরতন্ত্র হইয়া যে অর্থরাশির অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা যদি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রভৃতি স্বদেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যে ব্যয় করেন, তবে অচিরেই এদেশের অবস্থা ফিরিয়া যায়। কমলা ও কীর্ত্তি তাঁহাদের বংশের চিরসঙ্গিনী হয়। নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে, এ দেশের দানশীল বড় বড় পুরাতন ঘর গৃহবিচ্ছেদে উৎসন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য সৎকার্য্যে ইচ্ছা হইলেও, তাহা অনেকে কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম। ভাই ভাই সদ্ভাবে থাকিয়া, জ্ঞাতিবৈর ঘরাঘরি নিষ্পত্তি করিয়া, স্বগৃহের কলঙ্কপঙ্ক স্বগৃহেই ধৌত করিয়া, ধনীরা যদি সমবেত চেষ্টায় দেশের অভাব নিবারণে বদ্ধপরিকর হন, তবে তাঁহারা যে কত বিষয়ে কত উন্নতি করিতে পারেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একমাত্র ধনিগণের উৎসাহাভাবেই—আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সে জ্ঞান-ধর্ম্মের সিদ্ধক্ষেত্র মিথিলাও নাই, সে পক্ষধরমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভূভূষা আচার্য্যকুলও নাই। সরস্বতীর চিরবিহারক্ষেত্র এ পুণ্যভূমি আজি এমনি অধঃপতিত যে, কেবল বহির্ম্মুখী শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া পরদ্বারে ভিখারী। দেখ! সর্ব্বভাষার ও সর্ব্বজ্ঞানের জননী, ভুবনপাবনী ব্রহ্মবিদ্যার খনি, বেদভাষা হইতে পাশ্চাত্য জগৎ দিন দিন শত শত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট ও উদ্ভাসিত করিতেছে, আর আমরা সেই পাশ্চাত্যগণের উদ্গিরণ আস্বাদন করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইতেছি।

এ প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বর্ণাশ্রমবিভাগের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। মানবের প্রকৃত জাতি কি? প্রকৃত জাতিত্বের

---

study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

—বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে আমার যেরূপ মহোন্নতি ও মহোপকার হয়, সমস্ত জগতে সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। বেদান্তের অনুশীলনই আমার ইহজীবনের সম্বল ও শান্তি, এবং উহাই আমার পরলোকেরও সম্বল ও শান্তি।

(Schopenhauer)

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক হাম্বর বলিয়াছেন ;—

"So far as the etymological investigations of the Sanskrit have hitherto afforded satisfactory results, it may certainly be considered as the parent stock of all known languages."

—এপর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার মূলতত্ত্বের গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষাই জগতে পরিচিত সমস্ত ভাষার প্রসূতি।

অধ্যাপক হলহেড বলিয়াছেন ;—

"The world does not now contain annals of more indisputable antiquity than those delivered down by the ancient Brahmans"—ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে,—ভারতের পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত পুরাতত্ত্বসকল অপেক্ষা প্রাচীনতর বিষয় জগতের ইতিহাসে নাই।

নিয়ামক ধর্ম্মই বা কি? তাহা বলা যায় না। অধুনা হিন্দুসমাজের অনেকেই, স্বনামখ্যাত, কৃতবিদ্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাও, স্বস্বজাতির উৎকর্ষ-প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া, সভাসমিতি ও তর্কপূর্ণ প্রবন্ধাদি দ্বারা ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। স্বজাতির দ্বিজত্বদ্যোতনের জন্য অনেকে নূতন উপবীত ধারণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে, অনেক ব্রাহ্মণসন্তান বর্ণাশ্রমভেদ দূরীকরণের জন্য পৈতৃক উপবীত পরিত্যাগ করিতেছেন। এ সময় মানবের প্রকৃত জাতিতত্ত্ববিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক বা অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বজনোপজীব্য শাস্ত্রকার ভগবান্ মনু ও মহর্ষি বেদব্যাসের উক্তি আলোচিত হইলেই, যথেষ্ট হইবে। মহাভারতের ও মন্বাদিশাস্ত্রের নানাস্থানে এ বিষয় সংক্ষেপে ও বিস্তারে কথিত হইয়াছে। মূল কথা—প্রকৃত জাতিত্ব জন্মাধীন নহে, উহা সংস্কারাধীন।—"সংস্কারৈর্দ্বিজ-উচ্যতে"। সংস্কার অর্থাৎ সদ্‌গুরুসঙ্গ-জনিত লোকপাবন সদাচার লাভ করিয়াই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে, যেমন মলিন অঙ্গার অগ্নিসংযোগে অগ্নি হইয়া যায়। পতিতপাবনী ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে উচ্চপদবী লাভ করা বিচিত্র নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যাজনিত শ্রেষ্ঠজাতিত্বই অজর ও অমর। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—শিষ্যের আচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত যে ব্রহ্মজন্ম, "সা জাত্যা সাঽজরাঽমরা"—সেই তাহার প্রকৃত জাতিত্ব এবং তাহাই অজর ও অমর।

(ক্রমশঃ)

ঈর্ষার বন্দিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন লর্ড ডান্টলী-প্রেরিত শকট আমাকে লইয়া ডান্টলী ক্যাসলে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি অধিক হয় নাই। আমি উপস্থিত হইবামাত্র সম্মুখের প্রকাণ্ড হল-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, একজন ভদ্রপরিচ্ছদে সজ্জিতা প্রৌঢ়া রমণী দ্বারপথে অগ্রসর হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন কুমারী রেমণ্ড! আমি আপনাকে দেখিয়া সুখী হইলাম। এক্ষণে বাটীস্থ সকলে নৈশাহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আপনিও প্রস্তুত হইলে আপনার ডিনারও আপনার গৃহে প্রেরিত হইবে। আমি দেখিয়া বুঝিলাম, এই রমণী ডান্টলী ক্যাসলের একজন প্রধানা ভৃত্যা। এই রমণী স্কটলণ্ডদেশীয়া, ইহার মুখশ্রী গম্ভীর ও নয়নদ্বয় করুণা-ভাব ব্যঞ্জক। রমণীর কথা শেষ না হইতেই ভোজনাগার হইতে খাদ্যপাত্র-সমূহের সংঘর্ষণ-জনিত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং উজ্জ্বল বর্ত্তিকালোকে

আলোকিত ভোজনাগার হইতে একজন ভৃত্য বাহিরে আগমন করিলে, সুন্দর সান্ধ্য পরিচ্ছদে ভূষিত একদল যুবক ও যুবতী তথায় হাস্য পরিহাস ও কথোপকথনে নিযুক্ত দৃষ্ট হইল। তাহাদের হাস্য-পরিহাস ধ্বনি হলে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই উৎসব-বেশে সজ্জিত বাটী ও সেই উৎসব বেশে সজ্জিত রমণী ও পুরুষদলকে দেখিয়া জানিনা কেন পূর্ব্বে আমার মনে যে একটু সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইল। যখন আমি লর্ড ডাণ্টলীর প্রধানা ভৃত্যার সহিত আমার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিবার জন্য সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিলাম, তখন আমার ক্রন্দন করিবার এতই বাসনা হইতে লাগিল যে, আমার শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা হইল। আমি কষ্টে আমার সে ইচ্ছা দমন করিতে লাগিলাম। আমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া রমণী বলিল,—যে লর্ড ডাণ্টলীর পিতৃস্বসা আপাততঃ এই বাটীর কর্ত্রী, তিনি আপনার আহারের পর আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনি দেখিতেছি ক্ষুধায় ও শীতে অর্দ্ধ-মৃতবৎ হইয়াছেন। আমি শীঘ্র আপনার আহারসামগ্রী প্রেরণ করিতেছি। আমি ইহাতে রমণীকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম, কেননা তাহার সস্নেহ করুণ ভাব আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমণী প্রস্থান করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন ভৃত্য নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আমার কক্ষে উপস্থিত করিল। আমি বড়ই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম। ত্বরায় ভোজন সমাপন করিয়া, লর্ড ডাণ্টলীর পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার বর্ত্তমান কার্য্যনিয়োক্তার আত্মীয় পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ আচরণ করা সঙ্গত তাহাই বসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, একজন ভদ্রমহিলার পক্ষে অন্য ভদ্রমহিলার কিম্বা ভদ্রলোকের সহিত যেরূপ আচরণ করা সঙ্গত, ইহাঁদের সহিত আমারও সেইরূপ আচরণ করা যুক্তিযুক্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে লর্ড ডাণ্টলীর পিতৃস্বসা গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই রমণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বর্ষ হইবে। রমণী কৃষ্ণবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হীরকের অলঙ্কারসমূহ উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছিল। রমণী গৃহে প্রবেশ করিবার পর আমার সহিত হস্ত বিকম্পন করণানন্তর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

কুমারী রেমণ্ড! আপনি দেখিতেছি বড়ই শ্রান্ত হয়েছেন। মিসেস্ মেকেঞ্জি আপনার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়াছেন ত? আপনার প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য ভৃত্যেরা আদেশমাত্র সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিবে না, জানিবেন। আপনি অদ্য রাত্রি নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করুন। কল্য প্রাতঃকালে আমার

ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এক্ষণে এ বাটী বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ। আপনি যদি লজ্জাবোধ না করেন, তবে প্রতিদিন আমাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতর্ভোজন ও নৈশাহার সম্পাদন করিতে পারেন। নচেৎ আপনার খাদ্য-সামগ্রী আপনার গৃহেই প্রেরিত হইবে। আমি লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃস্বসার কথার উত্তরে তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজন-কার্য্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তৎপরে রমণী আমাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান ও আমার প্রতি তীব্রকটাক্ষপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রমণী যতক্ষণ আমার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, ততক্ষণ আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছিলেন। তাঁহার হাবভাবে বুঝিলাম, প্রথম সাক্ষাতে আমার প্রতি তাঁহার একটা অপ্রীতিকর ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহস্থিত দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। হয়ত আমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য তাঁহার অপ্রীতি উৎপাদনের কারণ হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

জাপানী রমণীর কার্য্য।

(Partly from the Indian Ladies' Magazine.)

জাপানে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে।—ধনবতী ও ধনহীনা।

জাপানে কর্ম্মপ্রার্থিনীর জন্য যথেষ্ট কর্ম্ম আছে। ধনবতীদের জন্যও কাজ আছে। তাঁহারাও প্রাণপণে পরিশ্রম করেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন যাপন করা কষ্টকর ও মরণের উপায় তাঁহারা মনে করেন।

জাপানের স্ত্রীলোকেরা স্বামীদিগকে সংসারের কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। ফটোগ্রাফি, লিথোগ্রাফি, ইত্যাদি কর্ম্মও তাহারা করে। এমন কি, নাপিতের দোকানে স্ত্রীগণ ক্ষৌরকার্য্যও সুন্দররূপে সম্পাদন করে।

কলকারখানায়, দোকান পসারীতে, ক্ষেত্রে ও মাঠে, স্ত্রীলোক সর্ব্বত্রই কর্ম্ম-শীলা। ইহাঁরা সকলেই শিক্ষিতা। ইহাঁরা প্রাথমিক শিক্ষায় সকলেই উত্তীর্ণা, ইহা জাপানে বিনা বেতনে সকলেই লাভ করে এবং অবশ্য শিক্ষিতব্য। স্ত্রী, পুরুষ, উচ্চ নীচ, সকলকেই বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়।

জাপানে এই প্রথম শিক্ষাতে ছয় বৎসর লাগে। ভারতবর্ষীয় প্রাথমিক ও মধ্যবিধ বিদ্যালয়ে প্রায় ঐ সময়ই লাগে। তবে ভারতে সকলে পড়িতে বাধ্য নহে,—অমনিও পড়া শুনা হইবার উপায় নাই। জাপানে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী ভারতের এণ্ট্রান্স পাস বালিকার মতই জানে।

সাধারণতঃ জাপানী রমণী দিন ২৫ সেন বা ।৶০ আনা উপার্জ্জন করে। তাহারা সকলেই শিক্ষিতা বলিয়া সুন্দররূপ কার্য্য

করিতে পারে। কলকারখানার প্রধান কর্ম্মচারিণীও রমণী, ইহাও অনেক স্থলে দেখা যায়। সঙ্গীতবিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণীরা বাজনার কারখানায় সুর পরীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রায় এক ইয়েন বা ১৸৹ দেড় টাকা দিন অর্জ্জন করেন। তা ছাড়া, কেহ কেহ সূচিকার্য্য, রেশম পশম কার্য্য, সেলাই, লতা পাতা ফুলতোলা, ফল তৈয়ারী প্রভৃতি নানা কার্য্য করে। তাহারা প্রতিদিন ৫০ সেন বা ৸৹ বার আনা উপার্জ্জন করে। ভাল কাজ করিলে আরও বেশি আয় হয়।

এই সব কার্য্য যাঁহারা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালিনী ও অন্যান্য ভারতমহিলাদের মত ঘরে বসিয়া একটা ভূঁইফোঁড় বিদ্যার মত শিখেন না। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রত্যেক কলাবিদ্যা রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুবন্দোবস্ত আছে। রাজকীয় ও সাধারণ লোকের সহস্র সহস্র শিল্প বিদ্যালয় আছে।

ভারতে নারীশক্তি অজাগ্রত। কোন্ মনীষী, মেধাবী ব্যক্তি ভারতললনাকুলের হৃদয়ে সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বাহ্য জীবনের সমুদায় বিভাগকে বৈভববান্ করিবেন? কবে সে সুদিন আসিবে? শিক্ষা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে শক্তি উৎসারিত হয়।

হিন্দু সাধকেরা বলেন,—নারী শক্তি-রূপিণী। নারীর সাহায্য ব্যতীত সাংসারিক কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় নাই। আবার হিন্দুরা নারীকে মাতৃবৎ বলেন। তবে মাদিগকে এত পদদলিত, ধূলাতে লুণ্ঠিত, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সাধনে অনুন্নত রাখা কেন? ভক্তির মানে কি তাই?

জাপানের বালিকারা বেশ টাইপযন্ত্রে লিখিতে পারে। বালকদের অপেক্ষা সুন্দর ও দ্রুত কাজ করিতে পারে। প্রায় সর্ব্বত্রই ৳ ভাগ টাইপিষ্ট বালিকা। হিসাবনবীস, সুমারনবীস রমণী। অনেকে ইংরাজী জানে, লিখিতে ও বলিতে পারে।

আড়াই বা তিন হাত উচ্চ বালিকা পথে দেখা যায়। তাহারা অতি শুভ্রবসনে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত বস্ত্রে আবৃত থাকে। তাহার নীচে খোলা।

মহিলারা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, প্রশংসাপত্র পাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। রেলপথে তাহারাই টিকিট্ বিক্রয় করে, ডাকঘরে কাজ করে। তাহাদের নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, কর্ম্মশীলতা, ভদ্রতা, সৌজন্য বালকদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক।

জাপানে সুশিক্ষা ও বিদ্যার আদর আছে। অনেক স্ত্রীলোকেই উপাধি-ধারিণী। অনেক নারী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা। অনেকে দৈনিক ও সাপ্তাহি-কের তরফ ভ্রমণকারিণী।

জাপানে নারী শিক্ষয়িত্রী। সম্ভ্রান্ত রমণীরা দেশহিতকর, জনহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ধর্ম্মসমাজ ও হিতকর কার্য্যে নারীর বিশেষ অধিকার। বৌদ্ধরমণীরা সর্ব্বত্র শান্তি ও সুখ বিলাইয়া বেড়ান। অনেকে নিজের অর্থ

যারা এই সকল কার্য্য করেন। শিক্ষকতা-কার্য্যও তাঁহারা করেন। হিন্দু রমনীই কেবল পড়িয়া রহিয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের শিক্ষাদাতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

কল্পভেদে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীলোকদিগের বেদপাঠে নিষেধ ছিল না। অনেক ব্রহ্মচারিণী যে মুনিদিগের নিকটে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরচরিত নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে বনদেবতার সহিত আত্রেয়ীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে আত্রেয়ীর উক্তিতে জানা যায় যে, তিনি বাল্মীকির নিকটে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু রামায়ণপ্রণয়নকার্য্যে এবং কুশ-লবের সস্নেহ প্রতিপালনকার্য্যে বাল্মীকি ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার পাঠের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল।

শাস্ত্রে এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই অধ্যাপকতা করিতেন। মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্ব-পাঠে জানা যায় যে, বিদেহরাজদুহিতা স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক রচনা করেন এবং তিনি মহিলাদিগকে সেই সমস্ত শ্লোক দ্বারা উপদেশ দান করিতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, উপাধ্যায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে উপাধ্যায়িনী, উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া, এই তিনটী পদ হয়। উপাধ্যায়ের পত্নীমাত্র অর্থ বুঝাইলে উপাধ্যায়িনী ও উপাধ্যায়ী এই দুইটী পদ হয়। আর যিনি উপাধ্যায়ের ন্যায় শিক্ষাদান করেন, এইরূপ শিক্ষয়িত্রীকে উপাধ্যায়া বলে। বোধ হয় সেই উপাধ্যায়াগণ উপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পড়াইতেন। এরূপও হইতে পারে যে, সেই উপাধ্যায়াদিগের স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ছিল, সেই চতুষ্পাঠীতে বা উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয়ে ছাত্রীগণই পড়িতেন। নারীগণ যে পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া উপাধ্যায়া এই সম্মানসূচক উপাধিরত্নে ভূষিতা হইতে পারিতেন, নিশ্চয়ই সেই পরিমাণ উচ্চ শিক্ষা কোন চতুষ্পাঠীর শিক্ষয়িতা বা শিক্ষয়িত্রী হইতে প্রাপ্ত হইতেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, এ দেশে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এবং স্ত্রীলোক অধ্যাপকতা করিতেন।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার কলেজে যেমন বহু বিদ্যার অধ্যাপনা হয়, তেমনি প্রাচীন-কালেও মহিলাশিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে বহু বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। বর্ত্তমান কলেজসমূহে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা থাকেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালে অধ্যাপক-

মাত্রেরই পৃথক্ চতুষ্পাঠী ছিল। কিন্তু বেতনগ্রহণের নিয়ম না থাকাতে তাদৃশ বেতনভোগী বহু অধ্যাপক থাকিয়া এখনকার রীতিতে উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। তৎকালে অধ্যাপকগণ বোধ হয় বহু বিষয় অধ্যাপনা করিতেন, অথবা এক এক প্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক এক প্রকার চতুষ্পাঠী ছিল।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী ও গার্গীর, মহাভারতে সুলভা ও জটিলা প্রভৃতির এবং অনেক পুরাণে অনেক যোগবিদ্যাবিশারদা ও অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণা বিপ্রপত্নীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণমহিলাগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষাই ভালবাসিতেন। অবশ্য তাঁহারা অন্য প্রকার লৌকিক বিদ্যাশিক্ষার যে অনাদর করিতেন, তাহা নহে। বরং তৎকালে সমস্ত বর্ণের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই যাঁহারা গৃহকার্য্যে সুদক্ষা ও সাধুচরিত্রা ছিলেন, তাঁহারা গৃহস্থদিগের নিকটে বর্ত্তমান সময়ের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মহিলার ন্যায় আদরণীয়া হইতেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, পতি বিদেশে যাইবার সময় পত্নীর জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত বৃত্তি বিধান না করিয়া গেলে উক্ত স্ত্রী অগর্হিত শিল্পবিদ্যা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। ইহাতে বোধ হয়, কি উচ্চ শ্রেণীর, কি নিম্ন শ্রেণীর, সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই শিল্পবিদ্যার আদর ছিল। শিল্পবিদ্যা কখনও এক প্রকার হইতে পারে না। ইহাতে বোধ হয় এ দেশে প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে (চিত্রকার্য্য, সেলাইয়ের কার্য্য প্রভৃতি) বহু শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা ছিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল শিল্পবিদ্যা শিক্ষার শিক্ষয়িত্রীও এ দেশে যথেষ্ট ছিল।

ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া নারীরা যে প্রাচীন কালে নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় শিক্ষিতা হইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলেই জানেন যে, মহাভারত বিরাটপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বিরাটরাজের কন্যাদিগকে নৃত্যগীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গরুড়পুরাণপাঠে অবগত হওয়া যায়,— প্রাচীন কালে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ সুগন্ধি দ্রব্য (এসেন্স) এবং পুষ্পবাসিত (ফুলেল) তৈল স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন। সুতরাং তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের যেমন শিক্ষণীয় বিষয় অনেক ছিল, তেমনি ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষাদাত্রীও অল্প ছিল না, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

দশকুমারচরিতনামক সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যায়, কোন কোন বেশ্যা বা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত ব্যাকরণ, কাব্য, নাট্যবিদ্যা, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি জানা ছিল। উক্ত গ্রন্থে এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐরূপ স্ত্রীলোকদিগকে চিত্রবিদ্যা, মিষ্টান্নাদি পাক বিষয়ক রন্ধনশাস্ত্র, উপবনপুষ্পাদি বিষয়ক উদ্ভিদ্বিদ্যা, সুগন্ধ দ্রব্য

(আতর, গোলাপজল ও সুগন্ধ তৈল ইত্যাদি) প্রস্তুত করণ, বিবিধ শিল্পবিদ্যা, পশুপক্ষী প্রভৃতির চেষ্টিত জ্ঞান, বিবিধ ভাষা, মনোবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার কোন কোন অংশ শিক্ষা করিতে হইত। প্রাচীনকালে যখন নারীজাতির উল্লিখিত বহু বিষয় শিক্ষণীয় ছিল, তখন তাহাদের শিক্ষয়িত্রীগণ যে উক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শিনী ছিলেন এবং স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়ে (কলেজে) ঐ সকল বিদ্যা যে উত্তমরূপে অধ্যাপনা করা হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

বামাবোধিনীর সপ্তচত্বারিংশ জন্মোৎসব-সভা।

বিগত ২৭শে ভাদ্র রবিবার, ৯নং আণ্টনি বাগান লেন, বামাবোধিনীর কার্য্যালয়ভবনে, বামাবোধিনীর সপ্তচত্বারিংশ জন্মোৎসব সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

পরম কারুণিক জগদীশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী নিরাপদে ষট্চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই জন্য এবং ইহার ভাবী মঙ্গলের জন্য শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বামাবোধিনীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত পাঠ করেন। বৃত্তান্তটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আজি এ সভায় বামাবোধিনীর পূর্ব্ব বিবরণ এবং ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে কিছু বলা আবশ্যক।

১২৭০ সালে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ৺ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ৺ বসন্তকুমার দত্ত, ৺ কালীনাথ দত্ত, প্রধানতঃ এই কয় মহাত্মার যত্নে ও উদ্যোগে এই পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রথমে ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ৺ বসন্তকুমার দত্ত, উভয়ে পত্রিকা-পরিচালনের ভার লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত সে সময় কর্ম্মোপলক্ষ্যে দূরে থাকায়, পত্রিকার ভার সমস্ত লইতে পারেন নাই। তিনি তখন কেবল মফস্বল হইতে ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। তখন ইহার আর্থিক আয় কিছুই ছিল না, বরং সময়ে সময়ে ছাপা ও কাগজ প্রভৃতির জন্য ঋণ হইত। খরচপত্র প্রধানতঃ ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়কে সরবরাহ করিতে হইত। এক সময় প্রেসের দেনার জন্য ৺ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, যাঁহার কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইত, নালিশ করেন। তখন উপায়ান্তর না থাকায়, ক্ষেত্রমোহন নিজ পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়াছিলেন। এজন্য উক্ত মহাত্মা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

এই পত্রিকা প্রথমে ৺ জগন্মোহন তর্কা-

ঙ্কারের কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ছাপা হইত। অনন্তর কিছুকাল ৺ প্যারীচরণ সরকারের যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হয়। পরে বামাবোধিনীর জন্য প্রেস হয়। এই প্রেস ৺ কালীনাথ দত্ত ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত উভয়ের অর্থে স্থাপিত হয়। এই প্রেসের প্রিণ্টার ৺ ভুবনমোহন ঘোষ। ইনিই বামাবোধিনীর বহুদিন প্রিন্টার ছিলেন।

এই পত্রিকায় বা প্রেসের অন্যান্য মুদ্রাকার্য্যে লাভ কিছুই ছিল না। ৺ উমেশচন্দ্র বলিতেন,—লাভ না হউক, পত্রিকাখানি চলিলেই হইল, উহাই আমাদের যথেষ্ট লাভ।

ক্ষেত্রমোহন ও ৺ উমেশচন্দ্রের হস্তে এই পত্রিকা প্রায় ১৯ বৎসর চলিয়াছিল। পরে উমেশচন্দ্র কলিকাতায় স্থায়ী হওয়ায় পত্রিকার সমস্ত ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহারি হস্তে পতিত হইল।

অতএব এই পত্রিকা প্রথমে যাঁহাদের উদ্যোগে ও একান্ত প্রযত্নে প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইয়াছিল, আমরা সকলে সসম্ভ্রমে সেই পুণ্যশ্লোকগণের প্রতি গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এবং এক্ষণে যাঁহারা প্রবন্ধাদি দানে ইহাকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

পরিশেষে পুনরায় ঈশ্বরের নিকট বামাবোধিনীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম।

[A leaf out of my new work]

শাক্যসিংহ ব্রহ্মচর্য্য, মন ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সম্বন্ধে নানা উপদেশ করিয়াছেন। তিনি কামকে এই প্রকার সম্বোধন করিয়াছিলেন,—"ওরে প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু! পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিস্! আমি অণুমাত্র পুণ্যপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য কামনা করে, তুই তাহাকে যাইয়া ঐ সকল কথা বল্! তুই আমাকে মরণের কথা বলিতেছিস্? আমি মরণ মানি না। কেননা, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না। ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব।" ব্রহ্মচর্য্যের এই প্রকার আদর না জানিলে কি জগতে বাসনার নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণসুখ প্রচার করিতে সিদ্ধার্থ সক্ষম হইতেন?

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ উপদেশ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত, তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান স্থির।" অন্যের নহে। পুনঃ,—"কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে জ্ঞানীরা অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেই, তত্ত্বজ্ঞান

স্থির হয়।" অন্যথা হয় না'। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে! বৃথা চেষ্টা।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—"সেই সকল শুদ্ধচিত্ত, কামক্রোধহীন তত্ত্বজ্ঞানীদের, কি জীবদ্দশা, কি মরণদশা সর্ব্বকালেই ব্রহ্মভাব সমান থাকে।" সেণ্ট পল রোমান-গণকে, বলিয়াছিলেন,—"যে কামাতুর, সে ভগবদ্‌বিরোধী,—ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না।" শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, "পাপকর্ম্মাদিতে (কামাদিতে) আসক্ত ব্যক্তি আমার উপাসনা করে না। অতএব তাহারা দম্ভদর্পাদি অসুরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা শাস্ত্র বা গুরু হইতে জ্ঞান লাভ করিলেও, মায়া সে জ্ঞানকে হরণ করে।" বড়ই সত্য এই কথা! যিনি নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই উহা জানেন। ভগবৎ-"অনুকুলা-নুশীলনই" ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যহীন, অযুক্তচরিত্র হইলে যোগভ্রষ্ট হয়,—দুঃখহারী সুখ, যোগ-ফল লাভ হয় না।" ইহাও কহিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! অত্যশনশীল, একান্ত অনশনশীল, অতিনিদ্রালু, বা নিতান্ত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ, নিয়মিত, যুক্ত, তাঁহারই দুঃখনাশী যোগসাধন হইতে পারে।" তথাগতেরও এই একই উপদেশ, সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থময় সুবর্ণ-রেণুর মত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—"অনেকে, মাতৃগর্ভেই নপুংসক হয়। অনেককে খাশি করা হয়। আবার অনেকে, স্বর্গরাজ্যের অভিলাষে, নিজেকেই হিজ্‌ড়ে (কামহীন) করে।" আরও বলিয়াছেন,—কামচক্ষুও বর্জ্জনীয়,—"চক্ষু যদি পাপাসক্ত করে, তো, উহা তুলে ফেল। এক চক্ষু লইয়া স্বর্গরাজ্যে যাওয়া ভাল, তবু দুই চক্ষু লইয়া নরকে যাওয়া ভাল নহে।" এবং "হস্ত যদি পাপ করায়, তো উহা কাটিয়া ফেল, কারণ এক হস্ত লইয়া স্বর্গে যাওয়া ভাল, তবু দুই হস্ত লইয়া নরকে যাওয়া উচিত নহে।" পল্, বৈষ্ণব সাধকগণের ন্যায়, ইহাও বলিয়াছেন যে,—"মনেতে দিয়ে ডোর কপীন, হ'তে হবে দীনের অধীন।" স্বর্গরাজ্য, অমর জীবন, অমৃতলাভের উপায় ঈশার মতে,ব্রহ্মচর্য্যের পথ। ব্যভি-চার এবং কুচক্ষে পরনারীদর্শন নিষেধ। কর্ত্তাভজাদের একটা উক্তি এই যে,"মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্ত্তা-ভজা।"

এইপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যই ভারতে স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। আমি-র ভিতরেও যাহা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে, তুমি-তে, সমাজে, দেশেও তাহাই করিবে! আমি তো আর অন্য পথ,—অন্য আশা দেখি না,—অন্য উপায় জানি না। নরকের পথে যাইয়া, কেহ কখনও স্বর্গে উপনীত হন নাই!

এই আমি-র মধ্যে, এবং, সমাজে কোটি কোটি আমি-র মধ্যে জলশক্তির মত কতই চিংশক্তির অপব্যয় হইতেছে।

বিজ্ঞান জানিয়া, উহাকে ব্যবহার করিতে শিখিলে, উহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় মুক্তি অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। অধ্যাত্ম উপায়েই, ধর্মের পথেই ভারতের মুক্তি হইবে! অন্য উপায়ে নহে। এই উপায়েই বেদ উপনিষদের সময়ে,—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সময়ে,—বুদ্ধদেব ও অশোকের সময়ে, ভারতের ভাগ্যনক্ষত্র উজ্জ্বলভাবে জগতের উপর শোভা পাইয়াছিল। এই অধ্যাত্ম মার্গেই ইস্‌লাম পতাকা, কাবা ও মদিনা-র পর্ব্বতশিখর হইতে, স্পেন, ফ্রান্‌স্‌, কনষ্টেন্টিনোপল্‌, দিল্লি, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতিতে; "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" নাম ঘোষণা করিয়াছিল এবং একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এই অধ্যাত্ম-শক্তির কোমলতার বলেই উদ্ধত, দুর্দ্দম-প্রকৃতি, নূতনত্বের গর্ব্বে স্ফীত, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি, আজ পূর্ব্বদেশীয় ও পুরাতন, মহর্ষি ঈশার চরণে লুণ্ঠিত। এই শক্তির বলেই আজ ব্রহ্ম, চীন, সিংহল ও নবোদিত জাপানের রাজমুকুটের উপর কৌপীনবস্ত্র গৌতমের চিরবর্দ্ধনশীল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

আত্মার মধ্যে যে চিৎশক্তি রহিয়াছে, ইতর জনেরা উহাকে দেখে না। কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিই দেখিয়া,এবং বুঝিয়া উহাকে নিজের, সমাজের, জগতের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন,—জানেন। আমি তা জানি না। এইজন্যই আমিটার ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে আকাশ জমিন্‌ ফরক্‌!

আমি চিৎযন্ত্র। আমি যন্ত্রস্থ, বদ্ধ চৈতন্যকণা। বিজুলী যেমন, বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারস্থ,—যন্ত্রস্থ,—ঘটস্থ, আমিও তেমনি। কোনই প্রভেদ নাই। এই কথাটী সম্যক্‌ প্রকারে যখন বুঝি, তখনই বুঝি যে,শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ কেন বলিয়াছেন,—"ইনিই বিদ্যুৎ, সর্ব্বভূতের মধু ও সর্ব্বভূতও এই বিদ্যুতের মধু। এই পরমাত্মাই অমৃত। এই পরমাত্মাই সর্ব্বময় ব্রহ্ম।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, এই বায়ুতে বিদ্যুৎ রহিয়াছে। এই বায়ুর মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যুৎ রহিয়াছে। এই বিদ্যুৎ হইতেই জীবনপ্রদ ওজোন (Ozone) নির্গত হয়। জীবনরক্ষক অম্লজান অপেক্ষা তাহা তিনগুণ জীবনপ্রদ (O_3)। ইটালীদেশে কোনও কোনও মিউনি-সিপালিটি, নির্ম্মলীকৃত (filtered) জলের মধ্যে, বিদ্যুতের প্রবাহ চালিত করিয়া, উহাকে ওজোনে পূর্ণ ও স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া লয়। সেই অনন্ত বিদ্যুৎ ও তন্মধ্যস্থিত জীবনধারা,—ওজোন-প্রবাহ আমি আমার আত্মার মধ্যে কি ছুটাইতে পারিব না? না। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত উহার ধারা,—ফোয়ারা কখনই খোলে না। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অন্যে নহে। তাঁহাদিগের সকল লোকেই স্বচ্ছন্দ গতি লাভ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ভিক্ষা।

অহর্নিশ থাক সাথী, এই ভিক্ষা মাগি,
তা' বলে নেমোনা ভবে অমরা তেয়াগি।
অসহ অপার দুঃখে ভরা এ শ্মশান,
কোন প্রাণে বলি পুনঃ হও হে দহন ?
ভবের অসহ ঝড় বজ্র প্রহরণ
আজীবন দুজনায় করেছি বহন।
এত কি নিঠুর আমি. ডাকিয়া তোমায়,
অমরা তেয়াগি পুনঃ ফেলিব ধরায়।
এ যে মরু ভয়ানক "সাহারা" দুস্তর,
ভালই হয়েছে গেছ বৈতরণী পার।

চির তমসাতে মগ্ন বিচূর্ণ মরম,
আমার জুড়াত নিত্য অহে প্রিয়তম!
চিন্তাগ্নিতে সব-ভস্ম, আছে শুধু ব্যথা,
বিশ্বাস-প্রদীপ ম্লান, নাহি সরে কথা।
রে সংসার! তোর মুখ দেখিনু কুক্ষণে,
অকারণে বিঁধেছিস্ শত শত বাণে।
জীবনচালক! আজ লও তব হাতে,
প্রাণেতে বিশ্বাস দাও নির্ভয়ে চলিতে।
শোক-দুঃখে মহাম্লান জীবন-প্রদীপ,
নিভে যাক্ অকস্মাৎ হেরিয়া ওরূপ।

জীবিতের প্রতি প্রেতযোনির প্রেম।

আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর কথা. নিম্নলিখিত ঘটনা হুগলী জেলায় দ্বারবাসিনীতে ঘটিয়াছিল। ইহা আমার একটী শিষ্যের পত্নীবিষয়ক ঘটনা। শিষ্য স্বয়ং আমাকে যেরূপ বলিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি।

এদেশে সর্ব্বনাশকর ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রথম প্রাদুর্ভাবে; উহার ভীষণ প্রকোপ সর্ব্বাগ্রে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় পতিত হয়। অল্প দিনেই ঐ ম্যালেরিয়া রাক্ষস হুগলী, বর্দ্ধমান ও বীরভূম প্রভৃতি জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ প্রদেশ সকলকে মহাশ্মশানে পরিণত করিল। তন্মধ্যে আবার দ্বারবাসিনী, উলো, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সকল অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য ধারণ করিল। (১)

শিষ্যের উক্তি ;—

আমি ঐ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের এক বর্ষ পূর্ব্বে সেনাসংক্রান্ত রসদবিভাগে কেরাণীগিরি চাকুরী পাইয়া পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করি। গৃহে আমার পিতা-মাতা বর্ত্তমান। আমার বাটী হুগলী জেলায়, দ্বারবাসিনী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে। আমার বিবাহ দ্বারবাসিনী গ্রামে। আমার নবোঢ়া পত্নী তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যে দ্বারবাসিনী ম্যালেরিয়ায় জনশূন্য হইয়াছে; আমার শ্বশুরালয়ের কেহই জীবিত নাই, স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক প্রভৃতি সকলেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, এ সংবাদ আমাকে

(১) ৺ রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বহুদর্শী মনীষীরা বলিয়াছেন,—রেলপথের জন্য দেশের স্বাভাবিক জলপ্রণালীসকল রুদ্ধ হওয়ায়, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

কেহই দেয় নাই, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না।

এই সর্ব্বনাশের কথা না জানিলেও, আমার প্রাণ কেমন আকুল হইতে লাগিল। কিছুতেই স্বস্তি বোধ হইত না, কাপকর্ম্মে আদৌ মন যাইত না। বিশেষতঃ নিজ বাটীতে ও শ্বশুরবাটীতে বারংবার পত্র লিখিয়াও কোনও উত্তর না পাইয়া অধিকতর ব্যাকুল হইলাম। শেষে কয়েক মাসের ছুটী লইয়া গৃহে যাত্রা করিলাম। যে কয় দিন ট্রেণে ছিলাম, দারুণ দুশ্চিন্তায় একপ্রকার নিরম্বু উপবাসে কাটিয়াছিল। যখন হুগলীতে গিয়া ট্রেণ পৌছিল, তখন অপরাহ্ণ। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রাত্রিজাগরণে ও দারুণ উদ্বেগে আমি মৃতকল্প হইয়াছিলাম। ষ্টেসন হইতে নিজ বাটী অপেক্ষা শ্বশুরবাটী একটু নিকটে, এজন্য অগ্রে শ্বশুরবাটীতেই যাত্রা করিলাম। পথে সন্ধ্যা উপস্থিত, সম্মুখ অন্ধকার। যতই অগ্রসর হই, ততই আঁধার ঘনীভূত জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। চারিদিকে ঘোর শ্মশানের দৃশ্য! শবভোজী গৃধ্র-গোমায়ু প্রভৃতির বিকট শব্দ (১)। ঐ সকল স্থান যে জনশূন্য হইয়াছে, জানিতাম না।

দ্বারবাসিনীর মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ঐ নদী গ্রামটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নদীর উত্তর ভাগ উত্তরদ্বারবাসিনী এবং দক্ষিণভাগ দক্ষিণদ্বারবাসিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রামমধ্যে প্রবেশকালে আমার মনে মহাভীতির সঞ্চার হইল। কেননা, ঐ গ্রাম জনকল্লোলপূর্ণ ছিল। গ্রামমধ্যে অনেকগুলি যাত্রা, কবি, পাঁচালি প্রভৃতির দল ছিল, হরিসভা ছিল, গল্পগুজবের আড্ডা ছিল। রাত্রি দুই তিনটা পর্য্যন্ত জনকোলাহল শ্রুত হইত। আজ একি দেখিতেছি! একি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পথশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল? আমি কি পথ ভুলিয়া কোনও মহাশ্মশানে আসিয়া পড়িলাম? অথবা স্বপ্ন দেখিতেছি? ক্রমে জানিলাম, —এ বুদ্ধিভ্রম নহে, স্বপ্নও নহে, কেননা, সেই সকল পরিচিত ঘরবাটী, বাগান, পুষ্করিণী সকলি বিদ্যমান, কেবল জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। যাইতে যাইতে আতঙ্কে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া বারংবার বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে চরণদ্বয় অসাড় হইয়া পড়িল। অনন্তর ভয়হারিণী জগদম্বাকে ডাকিতে ডাকিতে একটু বল ও সাহস পাইলাম। তখন যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। পথ-ঘাট সমস্তই আবর্জ্জনায় পূর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্মে আকীর্ণ। চতুর্দ্দিক্ হইতে এক প্রকার অসহ্য পূতিগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে অধিকতর বিহ্বল করিল। আবার মনে হইল, পথ ভুলিয়াছি, আবার চিরপরিচিত স্থান সকল দেখিয়া সে সংশয় দূর হইল। শেষে "জয় মা! জয় মা!

(১) শুনিয়াছি,—রাশি রাশি শবদেহ, সৎকারাভাবে বনে, জঙ্গলে ও নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে যতগুলি ডাক্তার ঐ স্থানে প্রেরিত হয়, সকলেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

কালি ! কালি ! দুর্গা ! দুর্গা !" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ডাকিতে ডাকিতে শ্বশুরবাটীর বহির্দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু জনমানবের সাড়া নাই। তখন বিষম আতঙ্কে,—ওগো ! ঘরে কে আছ ? আমাকে রক্ষা কর ! আমার প্রাণ যায় ! এই কথা বলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, জানি না। সংজ্ঞা পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটীর মধ্যে গিয়া, ঘরের দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। "বড় তৃষ্ণা, জল দাও—জল দাও" বলিতে বলিতে পুনরায় অচেতন হইলাম। যখন সংজ্ঞা হইল, তখন দেখি,—অল্প অল্প মেঘে চন্দ্রমা ঢাকা পড়ায়, কোনও পদার্থ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না। সেই ক্ষীণালোকে দেখিলাম, যেন কেহ দ্রুতপদসঞ্চারে এ-ঘর হইতে ওঘরে চলিয়া গেল। এইরূপ বারংবার দেখিয়া এবং কোনও উত্তর না পাইয়া, আমার ভয় ও পিপাসা চরমসীমায় উঠিল। তখন আর একবার মর্ম্মভেদী স্বরে জল চাহিলাম। ইহার পরক্ষণেই এক স্ত্রীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত ! ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল ভালরূপ দেখা গেল না। আমি ভয়কণ্ঠে বলিলাম,—কে তুমি ? বাটীর সকলে কোথায় ? কয়দিন আমি জলস্পর্শ করি নাই, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিতেছে, প্রাণ যায় ! জল দাও ! জল—জল—জল ! তখন সেই স্ত্রীমূর্ত্তি পাষাণভেদী আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তি কাঁপাইয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিল, —হায় ! তুমি কি কিছুই জান না ? এ স্থানে কেহই জীবিত নাই। ম্যালেরিয়ায় সকলেই মরিয়াছে। কাহারও সৎকার হয় নাই। রাশি রাশি শবদেহ খালে, বিলে, নদীজলে পচিতেছে। এস্থান এখন মহাশ্মশান। আমি তোমারি পত্নী। তুমি আসিতেছ জানিয়া ব্যগ্রভাবে পথ চাহিয়া ছিলাম। হায় ! হায় ! তোমাকে সেবা করিতে পারিলাম না ! হায় ! হায় ! বলিয়া সে এরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, তখন আমার ভয় তৃষ্ণা, ক্ষুধা দূরে গেল, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন রাশি রাশি অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, যেন শত শত তপ্ত শলাকা আমার মর্ম্মে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি পুনরায় সংজ্ঞা হারাইলাম। চেতনা পাইয়া দেখিলাম,—সেই মূর্ত্তি পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মানা। তখন তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। আবার জল চাহিলাম। তখন সেই মূর্ত্তি আমাকে অভয় দিয়া কহিল,—স্থির হউন, ভয় নাই, আমি আপনাকে জল দিব না, বিধাতা সে সৌভাগ্যে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমার সঙ্গে খিড়কীর পুকুরে আসুন, বলিয়া অগ্রগামিনী হইল। এখন আমি ব্যাপার বুঝিয়া এবং তাহার অভয়দানে সাহস পাইয়া, তাহার সঙ্গে ঘাটে গেলাম, এবং অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া মুখে, চোখে ও মস্তকে দিলাম ও আকণ্ঠ পান করিলাম। তখন সে আমাকে হস্তসঙ্কেতে বাটীর মধ্যে লইয়া

গেল, এবং ঘরের দালানে বসিতে সঙ্কেত করিল। আমি অবাক্, নিস্পন্দভাবে বসিলাম। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে একটী বাক্স আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল অনন্তর সেইরূপ রোমহর্ষণ করুণস্বরে কহিল,—বড় সাধ ছিল, বড় সাধ গো! বড় সাধ আমার,—তোমাকে লইয়া সুখে সংসারধর্ম্ম করিব, তাহা ঘটিল না, বড় অভাগিনী আমি!—

তুমি কর্ম্মস্থান হইতে কয়েকবার আমাকে যে টাকা পাঠাইয়াছিলে, আমার পিতা আমাকে জল-খাবার জন্য যখন যে টাকা দিয়াছিলেন, আমি তাহার কিছুই খরচ করি নাই। অসময়ে তোমার উপকারে লাগিবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলাম। সর্ব্বসমেত সেই ১৬০৲ টাকা এই বাক্সমধ্যে আছে। আমার বৌ ভাতে শ্বশুরঠাকুর আমাকে যে বারাণসী শাটী দিয়াছিলেন, তাহা এবং আমার সমস্ত অলঙ্কার এই বাক্সমধ্যেই আছে। এ হতভাগিনীর প্রতি যদি তোমার দয়া থাকে, তবে এই টাকায় আমার গয়াকৃত্য করিও। বর্ষান্তে পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসার করিও। বস্ত্রালঙ্কার সমেত এই সুসজ্জিত বাক্সটী তোমার নবপত্নীকে দিও। তিনি এ সকল পরিধান করিয়া তোমার পদসেবা করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আইস! আর এ স্থানে থাকিও না। আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। ইহা বলিয়া সে, নিজেই বাক্স লইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া চলিল। আমি কোন্ দিকে বা কোন্ পথে বা কতক্ষণ চলিলাম, কিছুই বলিতে পারি না। সেই মূর্ত্তিরই অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর একটী উদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইয়া, সে একটী পিয়ারা গাছের তলায় বাক্স রাখিয়াই অদৃশ্য হইল। আমি এই সকল লোমহর্ষণ অলৌকিক ঘটনায় ও দৈহিক অবসাদে কিয়ৎকাল তথায় মৃতকল্প পতিত ছিলাম। যখন চেতনা হইল, তখন পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। উঠিয়া চাহিয়া দেখি; আমি আমাদের নিজবাটীর পুষ্করিণীর তটবর্ত্তী উদ্যানে রহিয়াছি!

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ঈশ্বরচরণে পাপীর প্রার্থনা।

একদা কোনও পাপী হজরৎ মহম্মদের নিকট আসিয়া, নিজ পাপের জন্য অনুতপ্তহৃদয়ে কহিল,—প্রভো! এ পাপীকে উদ্ধার করুন, যাহাতে আমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা করুন। আমি আপনার চরণে শরণাপন্ন। মহম্মদ বলিলেন—আমি ঈশ্বরের মহিমার প্রচারকমাত্র, আমি পাপীর পরিত্রাতা নহি। তুমি সেই দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি দয়া করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবেন। সে বলিল,—আমি নিরক্ষর মূর্খ, কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করিতে হয়, জানি না। তখন মহম্মদ তাহাকে নিকটস্থ এক জলাশয়ে লইয়া গিয়া তাহাতে অবগাহন করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি সেই জলাশয়ে নামিয়া ডুব দিবামাত্র, মহম্মদ তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া, কিয়ৎক্ষণ তাহাকে জলে ডুবাইয়া রাখিলেন। অনন্তর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে ডুবাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি প্রাণভয়ে বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকের লোক সকলকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে নির্জ্জন প্রান্তরে জনমানব ছিল না। সুতরাং কেহই তাহার উদ্ধারের জন্য আসিল না। মহম্মদ তখন পুনরায় বলপূর্ব্বক তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিলেন। এবার তাহাকে ছাড়িয়া দিবামাত্র সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অতি বিহ্বল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—হে ভগবান্! হে বিপন্নতারণ! হে করুণাময়, যে মহম্মদকে তুমি পাপী তাপীর উদ্ধারের সমাচার প্রচার করিবার জন্য পাঠাইয়াছ, তিনিই এই মহাপাপীকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিতেছেন। হে দয়াময়! দীনবন্ধো! জীবগতি! বিশ্বপতি! এ অসহায় বিপন্নকে রক্ষা কর! তোমা বিনা সঙ্কটে আর কেহ পরিত্রাতা নাই, তোমা বিনা জীবের গতিমুক্তি কেহই নাই, তুমিই আমার পিতা-মাতা-সখা-সুহৃদ্-বল-বুদ্ধি-সহায়-সাধন, সকলি। সে যখন এইরূপ মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে একান্তভাবে প্রার্থনা করিল, তখন প্রভু মহম্মদ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার মঙ্গল হউক। এই ত ভাই! তুমি ঈশ্বরের নিকট বেশ সরল ও প্রাণভরা প্রার্থনা করিলে! জানিও,—ভগবানে আত্মনিবেদনের কোনও বিশেষ ভাষা নাই, তাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বিদ্যার কোনও প্রয়োজন নাই। যে জন তাঁহার নিকট সরলপ্রাণে তন্ময়ভাবে প্রার্থনা করে, সেই ভক্তবৎসল, ভাবগ্রাহী দীনবন্ধু তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন। তাঁহার ভক্ত বিনষ্ট হয় না।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। হাম হইলে থোড়ের রস এক চামচে খাওয়াইলে আরোগ্য হইবে।

২। বহুমূত্র রোগে প্রাদেশপ্রমাণ শ্বেতকুঁচের ডগা গঙ্গাজল দিয়া বাটিয়া সকালবেলা ১ দিন মাত্র খাইলে রোগ দূরীভূত হইবে।

৩। প্রদররোগে শিমূলফুল ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৪। রাতকাণা রোগে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পানের রস ৪।৫ চারি পাঁচ ফোঁটা চক্ষুর ভিতর দিলে অচিরে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। একটী জোনাকী

পোকা কলার ভিতরে পুরিয়া রোগীর অজ্ঞাতসারে খাওয়াইলে রোগ দূর হইবে।

৫। আধকপালে মাথাধরায় উনুনের পোড়ামাটি চূর্ণ ও মরীচচূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে মাথাধরা সারিয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। নিউ ইংলণ্ড সহরে একটী বালক তাহার দুঃখিনী জননীর জীবিকার জন্য পথে পথে সারাদিন ঘুরিয়া সংবাদপত্র বিলি করিত। এই উপায়ে যাহা কিছু পাইত, মাতৃদেবীর জন্য ভক্ষ্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, পরমযত্নে তাঁহাকে খাওয়াইত। তাহার বয়স প্রায় ৬ বর্ষ। একদিন সে কাগজ বিলি করিতে করিতে পথে গাড়িচাপা পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইল। সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল। সে ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণাকালেও, নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া, কেবল বলিতে লাগিল ;—মা—মা—মা—গো! আমি নিজে উপবাসী থাকিয়া, তোমারি জন্য ক্রমে দশটি মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছি। সেই টাকা লও! বলিতে বলিতে তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেখা গেল, সেই মৃতশিশুর অসাড় মুষ্টিবদ্ধ হস্তমধ্যে দশটি মুদ্রা রহিয়াছে। হে শিশু! তোমার ন্যায় মাতৃভক্তের জন্যই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত।

২। লাহোরে প্রদর্শনী—সম্প্রতি লাহোরে প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা ঘর ভাড়া লইয়া দ্রব্যাদি সাজাইবেন, তাঁহাদিগকে ১লা অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। ১লা হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। এই প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি রেলে প্রেরণ করিলে, রেলভাড়া অপেক্ষাকৃত অল্প লাগিবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে।

৩। বাঙ্গালোরে প্রদর্শনী—বিজয়া দশমীর উৎসব উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালোর নগরে এক প্রদর্শনীর আয়োজন হইবে। এই প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বস্ত্রবয়নের প্রতিযোগিতা হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

৪। ভারতে তুলার চাষ—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, এ বৎসর তুলার চাষের অবস্থা আশাপ্রদ। আশা করি, এই কথা সত্যে পরিণত হইবে।

৫। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কাপড় বিক্রয়—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এই মিলের কাপড় এত পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে যে, বাজারে রীতিমত কাপড় সরবরাহ হইয়া উঠিতেছে না। এখনই এই. আবার সম্মুখে পূজা।

৬। ছাত্রদিগের কৃষিশিক্ষা—পঞ্জাব লায়ালপুরের কৃষিবিভাগের ছাত্রদিগের ব্যবহারের জন্য বিয়াল্লিশ বিঘা ভূমি প্রদত্ত

হইয়াছে। ছাত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ জমিতে বিভিন্ন প্রকারের সার নিয়োগপূর্ব্বক সারের উপযোগিতা পরীক্ষা করিবে। এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী আশাপ্রদ ও মঙ্গলজনক।

৭। নূতন ধূমকেতু—জগতের জ্যোতির্বিমণ্ডলী যে ধূমকেতু দেখিবার জন্ম ব্যগ্র আছেন, উহা দৈনিক ২৫০০,০০০ মাইল এবং প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগামী ১৯১০ সালের এপ্রেল বা মে মাসের মধ্যে উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে।

৮। শোকসংবাদ—(ক) সুপ্রসিদ্ধ কবি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্র মিষ্টার এল্‌বার্ট দত্ত গত ১১ ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, লক্ষ্ণৌ নগরে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মিষ্টার এলবার্ট অহিফেন বিভাগে সবডেপুটি এজেণ্ট ছিলেন। ইনিই কবিবরের শেষ জীবিত পুত্র ছিলেন।

(খ) বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ গত ১১ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, মহাবাগ্মী, স্বদেশবৎসল পুরুষ ছিলেন। নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়, ইনি দীর্ঘকাল নানারোগে অতিমাত্র পীড়িত ছিলেন। কিন্তু দেশহিতের জন্ম শারীরিক কোন পীড়াকেই ইনি গ্রাহ্য করিতেন না। এ দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, দেশের প্রধান প্রধান রত্নগুলি একে একে আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রস্থান করিতেছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুণ্যশ্লোক মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। তাঁহার দেশহিতব্রত ও পরোপকার সকলের আদর্শ। ৺লালমোহন জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে এদেশ একটী অমূল্য রত্ন হারাইল। আমরা দুই হস্তে অশ্রু মুছিতে মুছিতে এই স্বর্গীয় মহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছি।

৯। রামমোহন বার্ষিক স্মৃতি-সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, সোমবার অপরাহ্নে, কলিকাতা সিটিকলেজ ভবনে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ এবং তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ স্মরণার্থ এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বহু পুরুষ ও মহিলাদিগের সমাগম হইয়াছিল। কলেজের ত্রিতলস্থ বিস্তীর্ণ হল এই সভার অধিবেশন জন্ম সজ্জিত ছিল। কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের সমাগমে সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাগৃহের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান ছিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট হলে স্থানাভাব হওয়ায় কলেজের নিম্নতল হলেও সমাগত মহিলা ও ভদ্রবৃন্দকে বসিবার স্থান দেওয়া হইল। এখন ত্রিতল হলে ও কলেজ-প্রাঙ্গণে, উভয় স্থানেই সভার কার্য্য হইতে লাগিল। বক্তৃগণ ক্রমে উভয় স্থানে গমনপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ত্রিতল হলে মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নিম্নতল প্রাঙ্গণে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ

আচার্য্য মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ ও অন্যান্য কৃতবিদ্য মহোদয়গণ এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত এবং সতীদাহনিবারণ অর্থাৎ সতীর সহমরণ-প্রথা রহিত করা, এ উভয়বিধ মঙ্গলকর কার্য্য এই প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মার ঐকান্তিক চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল।

বামাবোধিনীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত ভক্তকবি তুলসীদাস বিষয়ে অনেকে অতীব উচ্চ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। সে সকল প্রশংসাবাদ প্রকাশ করা লেখকের নিতান্ত অনভিমত। সম্প্রতি খ্যাতনামা ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় এই প্রবন্ধ বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"কয়েকমাস হইতে বামাবোধিনী পত্রিকায় "ভক্তকবি তুলসীদাস" নামক যে অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিতেছি, তাহা বর্ণনাতীত। উৎকটরোগে আক্রান্ত হইয়া আমি বর্ষাধিক কাল শয্যাগত আছি। এই একবর্ষকাল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থ পাঠ করিতে অভিলাষী হই নাই। বামাবোধিনীতে তুলসীদাস-প্রবন্ধ পাঠপূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়া, লেখককে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছি। মহামতি তুলসীদাস যেমন ভক্ত ছিলেন, ঐ মনোরম প্রবন্ধের লেখকও নিশ্চয় তেমনি ভক্ত। ভক্তিরসপ্রধান পুরুষ না হইলে এমন সুন্দর আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ কি অন্য কাহারও লেখনী হইতে প্রসূত হইতে পারে? বাস্তবিক এই প্রবন্ধের লেখক আমার অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

নিরদয় নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখ-সাগরে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া তৃষিত পথিক, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিমল সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান করিলে যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে, ভক্তকবি তুলসীদাস-প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই পীড়ার সময় তেমনি অপার তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতেছি। আমি তরুণ বয়স হইতে তুলসীদাসের গোঁড়া। তুলসীদাসের জন্মভূমিতে (বাঁদা জিলান্তর্গত রাজপুরগ্রামে) দুইবার গিয়াছিলাম। সেখানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলাম। চিত্রকূট-পর্ব্বতে তুলসীদাসের আশ্রমে গিয়াও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম। মথুরার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট M. P. Grouse সাহেব হিন্দিরামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ

করিয়াছেন। অনুবাদকালে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, তুলসীদাস সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় সমাচারও দিয়াছিলাম, সুতরাং তুলসীকবি আমার অত্যন্ত পূজ্য পুরুষ।

"হামারা প্রভো! অবগুণ চিত না ধরো;
সমদর্শী নাম তোঁহারা, সোহী পার্ করো";

এই গান শত শত বার গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়াছি। এই অপূর্ব গান বাঙ্গালী-সমাজে প্রচলিত নাই, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

একান্তবশংবদ
ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বামারচনা।

বামাবোধিনীর সপ্তচত্বারিংশ জন্মোৎসবের উপহার।

সুদূর প্রবাস হ'তে হাতে লয়ে ফুলমালা।
এসেছি পরাতে ওগো বামাকুলচিত্ত-আলা!
যে দিন রমণীপ্রাণ ছিলগো আঁধারে ভরা।
সুরক্ষিতা নারীরাজ্য বিদ্যালোক মনোহরা,—
সে তমসা ভেদ করি তরুণ অরুণবেশে।
এলে গো সুশিক্ষা লয়ে ফুল্লমুখে হেসেহেসে।
অর্দ্ধেক শতাব্দী গত সেই যুগ-যুগান্তর।
তোমার কৃপায় হের আজি কত ভাবান্তর।
বালিকা কল্যাণী বিজ্ঞ যৌবন-উচ্ছ্বাস ভেদি
অদম্য কামনা লয়ে মুক্ত প্রাণে কহে নাদি;—
কন্যা পুত্র সমভাবে দীক্ষা লও মোর পায়।
বাধা বিঘ্ন নিন্দা লজ্জা ইথে না করো আশ্রয়।
ঈশ্বরসেবক হয়ে রমণী উন্নতি তরে;
সাধক উমেশচন্দ্র তব কম কর ধরে,
জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারি দেশে,
সুপথ দেখাল সবে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা-বশে।
সে মন্ত্র সাধনা করি আজি দেবী সিদ্ধ তুমি।
বিদ্যাবতী আগনারী শোভিবে ভারতভূমি।
যাঁহার প্রভাববলে শত বাধা বিঘ্ন ঠেলি,
স্বকার্য্যসাধনে রত পরার্থে পরাণ ঢালি,
সেই যোগী সাধুবরে পূজিতে বাসনা করে,
ভকতি প্রসূনে রচি নব নব কাব্য-হারে।
শারদ শেফালি সম সৌরভে পূরিত হয়ে,
লুঠাইয়ে পদতলে বিনম্র বাসনা লয়ে;
সে সুবাস বহে যাবে অমর-আলয় মাঝে;
বরষিবে শুভাশীষ সাধিতে কর্ত্তব্য কাজে।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

ফিরে দাও তা'রে *।

"The world is empty as an egg-shell".
"এক বিনা জগৎ আঁধার"।

১

ফিরে দাও তারে—
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিস্ব, দেও তারে ফিরাইয়া,
তা'রে নিয়া চ'লে যাব বিশ্বের বাহিরে।

* প্রবন্ধলেখিকার ভ্রাতৃবধূবিয়োগে লিখিত।

তা'র তরে ভগবান্! না থাকে না থাক্ স্থান,
তোমার প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে,
দেও তারে ফিরাইয়া, চ'লে যাব সাথে নিয়া,
তোমার ব্রহ্মাণ্ড ছাড়ি দূরে দূরান্তরে।
ফিরে দাও তা'রে।

২

ফিরে দাও তারে—
যা' আছে সকলি নিয়া দাও তা'রে ফিরাইয়া,
লও সুখ লও শান্তি, যা' আছে সংসারে,
চাই না ফুলের হাসি, চাই না সম্পদরাশি,
চাই না দিবস রাতি আলো অন্ধকারে।
যদি শত সাহারায় হৃদয় ভরিয়া যায়,
তা'ই ভাল, তা'ই দিয়া ফিরে দাও তা'রে
আহা! সে সরলা মম প্রাণ হ'তে প্রিয়তম,
তা' হতে বঞ্চিত ক'রে রে'খনা আমারে!
ফিরে দাও তা'রে।

৩

ফিরে দাও তা'রে,
শূন্য বুকে শূন্য প্রাণে, এ অনন্ত ব্যবধানে
এচির বিরহ আর সহে না আমারে।
প্রাণে যে দারুণ চিতা হইয়াছে প্রজ্বলিতা,
নিভা'তে পারি না তাহা শত অশ্রুধারে।
এ বাগান, এ আলয় সব আজ শূন্যময়,
সে "প্রভা" বিহনে বিশ্ব ঢাকা অন্ধকারে।
শশী তারা দিবাকর ঢালিয়া উজল কর,
প্রাণের আঁধার তাই ঘুচা'তে না পারে।
ফিরে দাও তা'রে।

৪

ফিরে দাও তা'রে,—
মিটেনি একটী আশা, প্রাণপূর্ণ ভালবাসা
রয়েছে পরাণে পূর্ণ, দিব তা' কাহারে?
সে বাসনা সে কল্পনা, হায়! একি বিড়ম্বনা,
অপূর্ণ রহিল সব, আমা দুজনারে
কেন বিধি! বল তবে পাঠাইয়াছিলে ভবে,
নূতন সংসার পাতি খেলা করিবারে?
সহসা চরণঘায় ভেঙ্গে দিলে সমুদায়,
হাঁরে ও পাষাণ বিধি! কেমন বিচারে?
ফিরে দাও তা'রে।

৫

ফিরে দাও তা'রে,—
ফেলিয়া সংসার ধর্ম্ম, ফেলিয়া সকল কর্ম্ম,
ফেলিয়া সকল সাধ তোমার দুয়ারে,
যা' দিয়াছ সমুদায় ফিরা'য়ে দিতেছি পায়,
তুমি যা' নিয়েছ তা'ও ফিরে দাও মোরে,
তারপর বিশ্বপতি, যা' হয় হউক গতি,—
তবু আর এই ভাবে রে'খ'না আমারে।
আর এই শূন্য প্রাণে, আর এত ব্যবধানে
থাকিতে পারি না যে গো! না দেখি
তাহারে।
এ দারুণ হতাশ্বাসে বুক যে ভাঙ্গিয়া আসে,
হৃদয় ভাসিয়া যায় তপ্ত অশ্রুধারে।
ফিরে দাও তা'রে।

৬

চিরবাঞ্ছনীয় নিধি, কি দোষে বলনা বিধি,
অকালে কাড়িয়া নিলে কাঁদা'য়ে আমারে?
বল না কি অপরাধে ছাই দিলে সব সাধে,
কি পাপে এ তাপ নাথ! দিলে অভাগারে?
আর ত সহে না প্রাণে,—এ অনন্ত ব্যবধানে
রাখিও না বিশ্বরাজ! আমা দু'জনারে!
সহিতে পারি না আর বিরহযাতনা তা'র,
রহিতে পারি না আর একা এ সংসারে!
সব আজ শূন্যময়, মরুভূমি এ হৃদয়,

তা'র সাথে সব যেগো ! গেছে ছারখারে !
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দিয়া, যদি তা'রে ফিরাইয়া,
পাই, তাই ভাল, ওগো ! তাই দাও মোরে।
না হয় আমারে নিয়া চল তা'র কাছে গিয়া
জুড়াই তাপিত চিত শান্তিবারিধারে !
সুখে থাকি দুঃখে থাকি, দুজনে নিকটে রাখি
হাসাও, কাঁদাও দেব ! যা'হয় বিচারে !
ফিরে দাও তা'রে।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

প্রার্থনা

সৃষ্টিস্থিতিকারী প্রভু, অনাথসম্বল !
দীনা হীনা দাসী আজি এসেছে চরণে,
ঢালিতে ও পদপ্রান্তে প্রেম-অশ্রুজল,
একটু সান্ত্বনা শুধু লভিতে পরাণে।

দারুণ অশান্তিরাশি ঢেকেছে হৃদয়,
একবিন্দু শান্তি আমি কোথা পাব নাথ !
শান্তিধামে ডাক দিয়া লও শান্তিময় !
কঠিন বন্ধুর পথে ধরি লও হাত।

দেখাও জ্ঞানের রশ্মি, ফুটাও নয়ন,
পৃথিবীর অনিত্যতা বুঝাও আমারে,
দুর্ব্বল হৃদয়ে এস অনাথশরণ !
ভক্তি দাও কলঙ্কিত হৃদয়মাঝারে।

পাপপঙ্কে মলিন এ হৃদয় আমার,
কেমনে এ পাপ মনে স্মরিব তোমায় ?
সাহস সম্বল দাও কৃপার আধার !
অশান্ত এ হৃদি লও শান্তির ছায়ায়।

যে মায়া ডোরেতে প্রভু ! বেঁধেছ আমায়,
ছিঁড়ে দাও সে বাঁধন, কাঁদুক পরাণ,
আঁখিজলে পাপ ধুয়ে লবে সমুদয়
প্রভু হে ! এ হৃদে তুমি পাবে পূত স্থান।

সংসারের শত বাধা শত দিক হ'তে
বেঁধেছে কঠিন ভাবে ক্ষুদ্র হৃদি মোর,
লভেনি একটু শান্তি কখনো তাহাতে
হৃদয় ঘিরেছে মোহ-অন্ধকার ঘোর।

মোহ মায়া দূরে যাক্, এস প্রভু ! হৃদে,
অজ্ঞান আঁধার হতে লও হে আলোকে,
হেরিব মধুর জ্যোতি মায়া-মুগ্ধ চিতে,
ধাইব তোমার পানে হরষে পুলকে।

শ্রীমতী সুরুচিবালা।

সম্মিলন। *

চির-জনমের সাধ, চির-জনমের আশা,
আজি তাহা হইল সফল ;
হেরি তোমাদের মুখ যুড়াইল আঁখি মম,
তপ্ত প্রাণ হইল শীতল।

* বহুদিবস পরে কোনও প্রিয় সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে এই কবিতাটী লিখিত হইল।

কত ঝড় ব'য়ে গেছে, প্রাণের উপর দিয়া,
ভেঙে গেছে ক্ষুদ্র হিয়াখান ;
তোমাদের কাছে আসি, ভুলিনু আজি গো সব,
যাতনার বুঝি অবসান।

জীবন-নিদাঘ-বায় সন্তঃখে বহিতেছিল,
আজি তাহে বসন্ত উদয় ;
বল্ বোন্! এইরূপে কাটিবে কি এবে দিন,
মুছে যাবে বিষাদনিচয় ?

আজি এই সম্মিলনে, যে প্রীতি লভিনু মনে,
জীবনে কি লভিব আবার ?
তোমাদের স্নেহপ্রেম, বল বোন্! আর কি
মরমে ঢালিবে সুধাধার !

মিলনের এই সুখ, স্মৃতিটুকু নিয়া বুকে
কাটাই'ব সারাটী জীবন ;
হোক বা না হোক দেখা, মোর হৃদে রবে গাঁথা
আজিকার শুভ সম্মিলন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

নিবেদন।

ওগো চিত্তনির্ভর আলো!
তোমারে বেসেছি ভালো।
এ হৃদয়ে শুধু বেদনা দৈন্য,
কোথায় সেথায় প্রেমের চিহ্ন,
শুধু তুমি আছ, নাহি তা ভিন্ন
ক্ষণিক উষার আলো
সে দোষ কাহার বল ?

জীবন মরণ, জীবনশরণ!
সবই অই প্রিয়বুকে।
ও হৃদয়ে মোর সকল তীর্থ,
জীবনের গুরু গভীর অর্থ,
বুঝিয়া লও হে, কোরোনা ব্যর্থ
কিবা সুখে, কিবা দুঃখে,
সবই ঐ প্রিয় বুকে।

চঞ্চল ব'লে কোরনাক' হেলা
সে তোমারই প্রেমবায়।
প্রতি নিশ্বাসে—পরাণের আশে—
বিশ্বাস ভরি চিত্ত হরষে
আপনারে সে যে লুটাইতে আসে
তোমারই চরণছায়,
রেখো তারে পায়।

সব দিয়ে দেখ দাঁড়ায়েছি আজ,
তোমার হৃদয়পাশে।
কিছু নাই হায়! কিছু নাই মোর,
সকলি নিয়েছ, ও হৃদয়চোর!
ছিঁড়ে দেছি দেখ পরাণের ডোর
জান কি কিসের আশে ?
শুধু হৃদয়ের অভিলাষে।

মানোমন্দিরে, দেবতা, আমারে
বন্দী করিয়া লও।
পাই বা না পাই, কুড়াইতে চাই,
ও হৃদয়মাঝে দাও শুধু ঠাঁই,

বিশ্ব-বাসনা কিছু নাহি চাই,
শুধু তুমি মোর হও।
জীবন ব্যাপিয়া জীবনের আলো
সেথা রও, সেথা রও॥

শ্রীমতী সরসীবালা।

মিলন।

কবে দেব! ফুরাইবে জীবনের খেলা,
— কত দিন বাকি?
দুঃখ দৈন্য মুছাইয়া তোমার স্নেহের কোলে
কবে লবে ডাকি?
সংসারের প্রতি কাজে তোমারই কথা নাথ,
সদা পড়ে মনে;
কি যেন গো অতীতের তোমার স্নেহের বাণী
পশিছে শ্রবণে।
ছায়ার মতন আজি মাঝে মাঝে জেগে উঠ
হৃদয়-মাঝারে;
স্বপনের মত জাগে কি যেন অতীত-আলো
নয়নের পরে।
কত কাল আর বল শুধু এ স্বপন লয়ে
র'হিব জাগিয়া—
তোমার স্বরূপ নাথ! পাবে না কি পূর্ণভাবে
বিরহী এ হিয়া?
কোন্ দিন টুটে যাবে মোহের শৃঙ্খল, দেব!
পরশে তোমার?
সেই দিন হতে দেখা তোমায় আমায় নাথ,
অনন্তের পার।

শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী।

এখন ডেকনা।

এখন ডেকনা মোরে, ডেকনা জননি!
আমার যে কোন কাজ এখন হয়নি।
যে ভার মস্তকে দিয়ে, যে কাজে এখানে,
পাঠাইয়াছিলে মাগো! তা'কি নাই মনে?
কিছু হয় নাই তার সব আছে পড়ে,
দীর্ঘ দিবা বয়ে গেছে মিছা কাজ করে।
সন্ধ্যার মলিন ছায়া দেখিয়ে এখন,
কি এক আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিছে সঘন।
মা! তোর সংসারে এসে শোক দুঃখ পেয়ে,
কাটিতেছে নিশি দিবা বড় ব্যথা সয়ে।
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণ লয়ে তাই থাকি থাকি,
আকুলে ব্যাকুল ওমা! তোরে শুধু ডাকি।
তোমার করুণামাখা ওই পদতলে,
যাইতে উতলা প্রাণ হয় পলে পলে।
কতবার ভাবি তাই সব থাক পড়ি,
মার কাছে চলে যাই কেন ভেবে মরি?
আবার কিসের ঝঞ্ঝা উঠে সারা প্রাণে,
অনুতপ্ত অশ্রুধার উথলে নয়নে।
বিশ্বভরা ফেলে কাজ কোন মুখ নিয়ে,
যাইব তোমার কাছে কি কহিব গিয়ে।

না—থাক্, যাব না এবে ডেকনা আমারে,
হোক শত দুঃখ ব্যথা এ মরু সংসারে।
সব সহি এ প্রতিজ্ঞা করিব পালন,
তবাদিষ্ট কাজে মাগো! সঁপিব জীবন।
যদিও গিয়াছে দিবা আছে দীর্ঘ নিশি,
ভয় কি মা! তুমি যে গো ত্রিদিবেতে বসি।
তোমার সে প্রিয়কাজ যখনি ভুলিব,
তুমি ভুল ভেঙ্গে দিও তোমারে ডাকিব।
মা তোর ভবের কাজ শেষ হবে যবে,
আমারে দেখায়ে পথ ডেকে নিও তবে।

আবেগ-রচয়িত্রী।

নিবেদন।

মহাসঙ্কটমগ্নানাং শরণায়াবসীদতাম্।
শরণং তারকব্রহ্ম-হরিনামৈব কেবলম্॥

—পড়িয়া দুস্তর ঘোর সঙ্কটসাগরে,
অবসন্ন হয় যেই আশ্রয়ের তরে,
এ ভবে 'তারকব্রহ্ম হরি'নাম তার—
একমাত্র আছে গতি করিতে নিস্তার।

মুহুর্মুহুররে জীব! সমাহ্বয় দয়াময়ম্।
গভীরেনার্ত্তনাদেন ভুজঙ্গধৃতভেকবৎ॥

—ভুজঙ্গ-বদনে ভেক পড়িয়া যেমন
গভীর কাতর স্বরে ডাকে ঘন ঘন,
তেমনি কাতর কণ্ঠে সকল সময়ে
সঘনে ডাকরে জীব! সেই দয়াময়ে।

* ॥ ওঁ তৎসৎ॥ *

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 555. November, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৫ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১৬। নবেম্বর, ১৯০৯। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গে ধর্ম্মসঙ্ঘ—বিগত ২৭, ২৮ ও ২৯শে চৈত্র, শুক্র, শনি ও রবিবারে কলিকাতায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহাতে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই উহা ধর্ম্মসঙ্ঘনামে অভিহিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও বক্তারা ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ইহুদিধর্ম্ম, জোরেষ্টারধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, থিওসফি, দেবধর্ম্ম, অনুভবাদ্বৈত, বেদান্ত, মানবধর্ম্ম, বীর শৈবধর্ম্ম, শৈব সিদ্ধান্ত, বল্লভাচার্য্য, বিশুদ্ধাদ্বৈত, রামানুজ বৈষ্ণব, আর্য্য সমাজ, গৌর-উপাসনা, শাক্তধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, এই ২২টি ধর্ম্ম সম্প্রদায় তিন দিবস কলিকাতার টাউনহলে নিজ নিজ ধর্ম্মবিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

উক্ত ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্যোগী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, দেশহিতৈষী, মান্যবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র। তিনি উহার সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অতি যোগ্যতার সহিত স্বকর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ ঐ সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল—কলিকাতা সহরে একটী হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল হইবার আয়োজন হইতেছে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার ডি, এন রায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই কার্য্যের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। এইরূপ একটী হাঁসপাতাল সহরে সংস্থাপিত হইলে, অনেক দরিদ্র গৃহস্থের বিনা ব্যয়ে